ইরানের মহান বিপ্লব

সাফল্য, সমস্যা সম্ভাবনা

নূরুদ্দিন কিয়ানূরী

ইরানের মহান বিপ্লব

সাফল্য সংকট সম্ভাবনা

নূরুদ্দিন কিয়ানূরী
সাধারণ সম্পাদক
ইরানের তুদেহ পার্টি
অনুবাদঃ আবদুল কাইয়ুম

ইরানের মহান বিপ্লব ॥ নূরুদ্দিন কিয়ানূরী ॥ প্রকাশক ঃ প্রাচ্য প্রকাশনী, ৬৭/৩, কাকরাইল, ঢাকা ॥ মুদ্রক ঃ পল্টন প্রেস, ২৭/৫-খ, তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।

মূল্য ঃ চার টাকা ।

ভূমিকা

১৯৭৯ সালের প্রারম্ভে প্লাবনের মতো ফুলে ফুঁসে ওঠা এক বিপ্লবী গণজাগরণের তোড়ে নিকটপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের শক্ত খুঁটি রেজা শাহ পাহলভীর রাজকীয় শাসন খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। মুক্তিকামী ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তির কাছে সকল বাধাই যে তুচ্ছ ইরান আবারো সেই কথা প্রমাণ করলো। যে যুগান্তকারী ঘটনা ইরানের সাধারণ মানুষ ঘটিয়েছে তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য এখনো সকলে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অকল্পনীয় স্থান থেকে এক প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে দিশেহারা সাম্রাজ্যবাদ ইরানের বিরুদ্ধে নিরন্তর যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিতে সহায়ক হয়েছে। ইরানের বিপ্লবে নানামুখী স্রোতধারা কার্যকর রইলেও এটা যে ধর্মান্ধ নেতৃত্বের মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন নয় বরং সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক নিগড় থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম সেটা অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। তদুপরি বিপ্লবোত্তর ইরানে যে সামাজিক সংঘাত চলছে তার সামাজিক পট-ভূমিকা সম্পর্কেও আমরা যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল নই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের জনগণের বিপ্লবী পার্টি ইরানের তুদেহ পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরুদ্দিন কিয়ানূরীর নিবন্ধটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ইরানের বিপ্লবের প্রথম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে নিবন্ধটি রচিত। জিম্মি উদ্ধারের নামে ইরানে আমে-রিকার ব্যর্থ সশস্ত্র অভিযানের পর প্রদত্ত ইরানের তুদেহ পার্টির একটি বিবৃতি পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হয়েছে।

পুস্তিকাটি ইরানের মহান বিপ্লব অনুধাবনে সহায়ক বিবেচিত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রকাশক

শাহকে উৎখাত এবং সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করে ইরানের জনগণ যে মহান বিপ্লবে বিজয়ী হয়েছে, তার একবছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই বিপ্লব নিঃসন্দেহে আমাদের কালের সবচেয়ে গৌরবোজ্জল ও জনপ্রিয় ঘটনা।

এই বহু বিস্তৃত বিপ্লবের গুরুত্ব, গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রতিদিনই আরও বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে চলেছে। ইরানের বীর জনগণ সাহসিকতার সাথে রুখে দাঁড়িয়ে ইস্পাত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক অতুলনীয় লড়াই-এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া একটি অতি পুরাতন ও নৃশংসতম রাজতান্ত্রিক শক্তিকে উচ্ছেদ করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার লুণ্ঠন ও অপরাধ সাধনের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছত্রখান করে দেওয়া হয়। এর বিপুলতা, গভীরতা ও ব্যাপকতার জন্যই ইরানী বিপ্লব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা হিসাবে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিপ্লবী সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় যখন শুরু হয়, ঠিক সেই সময়কার ইরান ও বিশ্বের পরিস্থিতি যদি আমরা বিবেচনায় রাখি, তাহলে এই বিপ্লবের বিশালতা ও গুরুত্ব আরও বেশী পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতিটা এইভাবে চিত্রিত করা যায়ঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে এবং ইসরাইলী ইহুদীবাদীদের তৎপরতায় প্রায় বিশ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে লুটপাট ও আগ্রাসনের জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মাতৃভূমিকে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। হাজারো পদ্ধতিতে তারা তা কার্যকর করেছে এবং মনে করেছে ইরানকে অপরিবর্তনেয় 'স্থিতির দ্বীপে' পরিণত করেছে। 'স্থিতির দ্বীপ' এবং তার পরিচালক জল্লাদ মোহাম্মদ রেজা এবং তার দুষ্কর্মের সহযোগী সাভাক বাহিনী—এদের উপর যেসব দায়িত্ব বর্তিয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

১. ইরানকে স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা সম্পন্ন মানুষজনের কবরস্থানে পরিণত করা এবং পুলিশী নির্যাতনের সবচেয়ে ভয়াবহ এক রাজশক্তির ছত্রছায়ায় ইরানী জনগণকে অক্ষম ও পঙ্গু করে দেয়া, যেন জনগণ সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা ও তাদের ইরানী এজেন্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে না পারে।

২. এই রকম জুলুমবাজ রাজশক্তির সাহায্যে তেলের একচেটিয়া কারবারী ও এই ধরনের বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাসমূহকে লাগামহীন লুটপাটের

ব্যবস্থা করে দেয়া, যেন সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ইরানের সবচেয়ে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ তেল সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। আর এর বিনিময়ে ইরানকে যেন সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্রশস্ত্রের আস্তাকুড়ে পরিণত করা সম্ভব হয়। এবং উপরন্তু, আমাদের তেল সম্পদ লুট করার সাথে সাথে, আমাদের মাতৃভূমির গ্রাম ও শহরের কোটি কোটি শ্রমজীবী জনগণের শ্রমের ফসলও লুটপাট করা যেন সম্ভব হয়।

৩. বিশ্বের একটি অত্যন্ত সামরিক-গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিশেষ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত আমাদের দেশ, যে এলাকা থেকে আসে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের তেল ও জ্বালানী সম্পদের চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ, আমেরিকান ও বৃটিশ লুটেরাদের শত শত কোটি ডলার বার্ষিক আয়ের উৎস যে এলাকা, সেখানে আমাদের দেশের অনুগত সরকার ও সরকারী যন্ত্রকে এমনভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করে গড়ে তোলা যেন তা এই অঞ্চল জুড়ে পুলিশী শক্তির কর্তব্য পালন করতে পারে। যেন এই পুলিশ-বাহিনী সমগ্র তল্লাট জুড়ে সকল বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, প্রতিক্রিয়া বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস এবং অংকুরেই বিনাশ করে দিতে পারে।

৪. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্টে সবচেয়ে বড় ব্যূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইরানকে আগ্রাসনের ঘাঁটিতে পরিণত করা। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘেরাও করার যে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব পরিকল্পনা রয়েছে তা এইভাবে কার্যকর করা—সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘেরাও বৃত্তটি, যার শুরু পূর্ব সীমান্তে জাপান ও চীনে, পাকিস্তান, তুরস্ক, গ্রীস হয়ে সেই ঘেরাও বৃত্তটিকে ইরানের মধ্য দিয়ে মধ্য ও উত্তর ইউরোপের ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোর সাথে সংযুক্ত করা।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা এক দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-সূচীর মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত শর্ত সৃষ্টি করে। এর শুরু হয় সর্বপ্রথম, যখন সেনাবাহিনী ও গ্রাম-পুলিশের জন্য সামরিক বিশেষজ্ঞ প্রেরণের চুক্তি সম্পন্ন করা হয় এবং ইরানের অর্থনীতির উপর প্রভুত্ব করার লক্ষ্যে গোয়েন্দাগিরির জন্য মিলিপসো মিশন প্রেরণ করা হয়। এরপর একাদিক্রমে চলতে থাকে রক্তক্ষয়ী ও চরম অপরাধমূলক চক্রান্ত, যেমন ১৯৪৬ সালে আজারবাইজান ও কুর্দিস্তানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলন ধ্বংস করা, ১৯৪৮ সালে ইরানের তুদেহ পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা এবং পরিশেষে ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখের ধিক্কারজনক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো।

এই ধরনের চক্রান্তের মাধ্যমে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক পথের সব বাধা নির্মূল করে লুটপাটের পরম সার্বভৌম অধিকার লাভের পথ প্রশস্ত করে নেয়। একদিকে মহম্মদ রেজা পাহলভীর মত নরপশু ও তার পরিবারকে ওরা জনগণের উর্ধ্বে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তার মাধ্যমে সমস্ত খুনী-বদমায়েশ-দের জড়ো করে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাভাক সংগঠন গড়ে তোলে। হাজার হাজার ভাড়াটিয়া বেঈমানদের ছুরিচোট্টামী ও বিশ্বাসঘাতকতার ট্রেনিং দিয়ে তাদের সমন্বয়ে গঠিত রাজকীয় সেনাবাহিনীকে মাতৃভূমির তিন কোটিরও বেশী শ্রমজীবী জনগণের ভাগ্যের হর্তাকর্তা হিসাবে দাঁড় করানো হয়। আর অন্যদিকে এই নারকীয় শক্তির ছত্রছায়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পন্থায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার জাতীয় সম্পদ লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের ভাগাড়ে পরিণত করা হয় আমাদের দেশকে।

আমাদের মাতৃভূমির উপর কি পরিমাণ লুটতরাজ চালান হয়েছে তা আন্দাজ করতে হলে শুধুমাত্র এটুকু স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে যে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক তেল কনসোর্টিয়ামের প্রভুত্বের সময়ে দুই হাজার কোটি ব্যারেলেরও বেশী অশোধিত তেল সাম্রাজ্যবাদীরা ইরান থেকে লুট করে নিয়ে যায়। আজ এর দাম ৫০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশী। ইরানে পণ্য উৎপাদনের জন্য মাত্র গুটিকয়েক সংযোজন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এমন কি বৃহদায়তনের স্বয়ংসম্পূর্ণ, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল নয়, এরকম শিল্প প্রতিষ্ঠান একটিও নেই। ইরানের সমগ্র জাতীয় সম্পদ ও লক্ষ লক্ষ ইরানী শ্রমজীবী জনগণের শ্রমের ফসলের উপর সাম্রাজ্যবাদীরা যে লুটপাট চালিয়েছে, এই হিসাব তার এক কণা মাত্র। এই একটি সামান্য তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভাড়াটিয়া রাজতন্ত্রী শক্তি চরিত্রগতভাবে কি ভীষন অমানবিক ও জাতীয়তা বিরোধী।

প্রায় চার হাজার কোটি ডলার (তেলের শুল্ক বাবদ আয়ের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী) বেহুদা ব্যয় করা হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র কেনা বাবদ। এই সব অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই ব্যবহার করা হয়েছে এই এলাকায় আগ্রাসন ও গোয়েন্দাগিরি চালাবার জন্য, সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য। সম্পদের এই বিশাল লুটপাটের পাশাপাশি ইরানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এক অসহনীয় কঠিন অবস্থার মধ্যে বসবাস করছিল।

দেশের রাজধানী তেহরান, ইরানের ইতিহাসের ঘৃন্যতম তস্করদের মতে

যা তথাকথিত 'মহান সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে' উপনীত হচ্ছিল সেই শহরের ৫০ লক্ষ অধিবাসী বেশীর ভাগই সবচেয়ে প্রাথমিক ধরনের আশ্রয়স্থল থেকে বঞ্চিত ছিল, অথচ পাশেই সুবিধাভোগী পরজীবী শোষক শাসকরা কোটি কোটি ডলার মূল্যের প্রাসাদে বাস করছিল, যেসব প্রাসাদ আলবাজ' এলাকার আশে পাশে সবুজ মনোরম বাগানে নির্মিত। যে কেউ তেহরানের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত জরাজীর্ণ শহরতলীতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ লোককে দেখতে পাবেন, যা সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল লুটেরা সরকারের কুৎসিত মুখের উপর আঁটা ভাঁতাবাজী ও ভণ্ডামীর মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবে।

ইরানী বিপ্লবের বিস্ফোরিত আন্দোলনগুলো এই যন্ত্রনাদায়ক বৈষম্যের মধ্যে পরিপুষ্ট এবং দ্রুত বর্ধিত হতে থাকে। এই বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল একপ্রান্তে বিদেশী ও দেশীয় শোষকগোষ্ঠী এবং অন্যপ্রান্তে শোষিত জনগণের মধ্যে। একদিকে জনগণের দুঃখ-বঞ্চনা, অন্যদিকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী খুনীবাহিনীর কার্যকলাপ। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শাহ এবং তার সামরিকবাহিনীর মদদ পুষ্ট রক্তপিপাসু সাভাক বাহিনীর নেতৃত্বে দেশের বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠী ও সামন্তবাদী বৃহৎ ভুস্বামী গোষ্ঠী।

এইসব তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইরানের তুদেহ্ পার্টি ১৯৭৫ সালের বসন্তের প্রারম্ভে গৃহীত এক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ঃ

"ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখলে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান যে চরম সীমায় পৌঁছেছে তা বিবেচনা করে দেখলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী একনায়কতন্ত্রী শাহের সরকার আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব উভয়ই বিপন্ন করে তুলবে। এই সরকার আমাদের দেশে লুটতরাজ চালাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে স্বাধীনতা দিচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ফলে এই শাহতন্ত্র আমাদের সমাজের গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজ বহুদিন থেকেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির জন্য যা হবে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের। কিন্তু আমেরিকান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ইরানী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রেজা শাহের স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে এমন একটি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে যা বলপ্রয়োগ, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও

সমস্ত সামাজিক স্বাধীনতা হরণ করার মাধ্যমে ইরানী জনগণের এই ন্যায়-সঙ্গত দাবীর সামনে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই ইরানী জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে আমাদের সমাজকে পরিচালিত করার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে এই প্রধান বাধার অপসারণ, যার অর্থ হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াশীল, অত্যাচারী ও হামলাকারী সরকারকে উৎখাত করা।"

শাহের রাজশক্তি যখন দেশীয় ক্ষেত্রে ও বিশ্ব পরিসরে ক্ষমতার শীর্ষে ঠিক সে সময়েই ইরানের তুদেহ পার্টি শাহের আসন্ন পতন অনুধাবন করতে পেরেছিল। "সর্বব্যাপী একক রাস্তাখিজ পার্টি" গঠনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "দোনীয়া" পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল (সংখ্যা ২, ১৯৭৫) ঃ

"শাহের কীর্তিকলাপ আমাদের বিবেচনা করতে হবে পতনের মুহূর্তের মরণকামড় হিসাবে। তার খুনী শাসনের মেয়াদ যে ফুরিয়ে আসছে, একটা লজ্জাকর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, এটা শাহ বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করছে।

সমগ্র বিশ্ব প্রক্রিয়া তাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সে তার ক্ষমতার শেষ পর্যায়টা যথাসম্ভব দীর্ঘায়ত করার জন্য সকল রকম প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে এবং এই উদ্দেশ্যে সে যে কোন ধরনের অপরাধ সাধনে ইতস্ততঃ করবে না।"

বাস্তবতা দেখিয়েছে এইসব মূল্যায়ন ছিল অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সঠিক। শাহের রক্তলোলুপ ও ডাকু সরকারের রাজত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের দিন শেষ হয়ে আসছিল। প্রতিদিনই তাদের পাপের বোঝা বাড়ছিল। এবং '৭৭-'৭৮ সালে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু জনতার প্রতিরোধের শক্তি, যা সত্তুরের দশকের প্রথমদিকে ছিল প্রাথমিক অবস্থায়, তা এক অপ্রতিরোধ্য গতি নিয়ে বেগবান হয়ে ওঠে এবং সর্বাত্মক সমর্থন অর্জন করে।

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া ও ইরান

ইরান বিপ্লবকে যদি শুধুমাত্র ইরানী সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা হয়, তাহলে বিরাট ভুল করা হবে। এরকম ধারণা তারাই প্রচার করে থাকে যারা হয়তো বর্তমান বিশ্ব প্রক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে অবগত নন, নয়তো জানেন ঠিকই কিন্তু জনগণকে বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ

ফেরী করতে চান এবং এইভাবে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে তাদের নিজস্ব আকাঙ্খিত লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পথ পরিষ্কার করতে চান।

ইরানী বিপ্লব হচ্ছে অন্য সমস্ত সার্থক গণবিপ্লবের মতই। এটা সেই বিপ্লবী চক্রক্রমের অঙ্গবিশেষ যা হচ্ছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ প্রভাব বলয় থেকে মুক্তির বিপ্লব।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনাধীন বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বঞ্চনা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শোষিত বঞ্চিত জাতিসমূহের যে লড়াই চলছে, ইরান হচ্ছে তারই একটি অঙ্গ। লড়াই এর এই বিশ্বজোড়া ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক শিবির, উন্নত ধনবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত সংগ্রাম ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম এই তিনটি প্রধান ধারার সমন্বয়ে। এই ব্যাপক লড়াই ক্ষেত্রের খণ্ড খণ্ড অংশে যে লড়াই চলছে তার জয়-পরাজয় যদিও নির্ভর করে প্রথমতঃ সেই নির্দিষ্ট লড়াই ক্ষেত্রের পরিস্থিতি ও পক্ষে বিপক্ষে শক্তি সমাবেশের উপর, তথাপি বিশ্বব্যাপী লড়াই ক্ষেত্রের শক্তির ভারসাম্য এই জয় পরাজয়ের প্রশ্নে গভীর ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সাম্রাজ্যবাদী দুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বের যে কোন স্থানে প্রতিটি গণ বিজয় সমগ্র লড়াই ক্ষেত্রের উপর প্রভাব ফেলবে এবং বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের শক্তিকে জোরদার করবে।

বিগত দশ বছরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের অনুকুলে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়েছে। এর ফলাফলে আমাদের বিপ্লব প্রভাবিত হয়েছে। এটা উপেক্ষা করে কেউ বিশ্বরাজনীতি বা ইরানী বিপ্লবের প্রতি কোন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন না।

ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়ার জনগণ ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে। যদিও চীনের নেতৃত্ব এইসব দেশের সাম্রাজ্যবাদ মুখাপেক্ষী সরকার পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের ক্ষেত্রে সবসময় বাধা দিয়েছে এবং বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত জাতিসমূহের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতামূলক আচরণ করেছে, তথাপি এইসব বিজয় অর্জিত হয়েছে। মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা, গিনি বিসাউ, কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, ইথিওপিয়া ও বেনিনের জনগণ দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যবদ্ধ শিবির, শোষক শ্রেণী ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করেছে। এরা এখন সেই অতীতের উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর ব্যবস্থা সমূহ ভেঙ্গে সমাজ-তন্ত্রের লক্ষ্যে নতুন সমাজ গড়ে তুলছে। স্পেন ও গ্রীসের ফ্যাসীবাদী

ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়েছে এবং উপনিবেশবাদী পর্তুগালে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। 'তৃতীয় বিশ্বের' অন্যান্য অনেক দেশে একের পর এক ব্যাপক সামাজিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান সংহত হচ্ছে। এসমস্তই সম্ভব হচ্ছে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হওয়ার ফলে, যা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে দুর্বলতর করছে।

প্রভুত্ব বিস্তারকারী সাম্রাজ্যবাদী দানবের বিরুদ্ধে বিজয়ী জাতিসমূহের আঘাত হানার ফলে বিশ্বব্যাপী শক্তির ভারসাম্যের যে পরিবর্তন আসছে তার ফলে একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের অন্যান্য শোষিত-বঞ্চিত জাতিসমূহের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অন্যদিকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও আগ্রাসন হানার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্রমেই অধিকহারে দুর্বল হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ একসময় তার সমস্ত নারকীয় সামরিক শক্তির সাহায্যে এই সমস্ত দেশের গণবিপ্লবসমূহকে উদ্ধতভাবে দমন করতে পারতো। কিন্তু আজ সে তার নাকের ডগায় অবস্থিত তারই ভাড়াটে পুতুল সরকার স্যামোজাকে জনতার রুদ্ররোষের মুখে সাহায্য করতে পর্যন্ত সাহস করে না। এটাই হচ্ছে আজকের যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেন পূর্বের নীতিসমূহ অনুসরণে বিরত থাকছে? এটা কার্টার, রকফেলার বা এই ধরনের অন্যান্যদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের কোন পরিবর্তনের জন্য নয়। এটা হচ্ছে বিশ্বজোড়া ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্টের প্রতিদিনকার শক্তি বৃদ্ধির ফলে। এই ফ্রন্টের সম্মুখ সারিতে রয়েছে সমাজতন্ত্রিক শিবির। এই শক্তিই সাম্রাজ্যবাদকে এই ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপে বিরত রাখতে বাধ্য করছে। এই আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইরানী বিপ্লবকে বিচার করা শুধুমাত্র অতীতের প্রেক্ষাপটে একটি বাস্তবোচিত বিশ্লেষণের জন্যই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে তা নয়। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ ও আপোষকারীরা এই বিপ্লবকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করছে। এরা চাচ্ছে বিপ্লবের মূল লক্ষ্য যা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে, পরনির্ভরশীল পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের অবশেষ সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান—তা থেকে বিচ্যুত করতে। এরা চাচ্ছে মূলতঃ ইরানী বিপ্লবকে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট থেকে

দূরে সরিয়ে রাখতে, বিশেষ ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাথে মিত্রতা থেকে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা লক্ষ্য করছি কিভাবে কোনো কোনো মহল প্যালেস্টাইনী মুক্তিফ্রন্ট-এর প্রতি সমর্থনের স্থলে আফগান বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন দানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যে বিদ্রোহীদের নির্ভর হচ্ছে আগ্রাসন ও শোষণের স্তম্ভ মহম্মদ জহির শাহ্, আমেরিকান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মহল এবং নীতিচ্যুত চীনারা এবং যারা সৌদি আরব, ইসরাইল, আনোয়ার সাদাত ও পাকিস্তান দ্বারা প্রকাশ্যে সমর্থিত হয়। ইরানী বেতার ও টেলিভিশন সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ সংস্থা সমূহের প্ররোচনামূলক ও বানোয়াট সংবাদসমূহ প্রচারের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এইসব সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের ইরান সম্পর্কে উত্তেজনাকর ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারের জন্য একের পর এক ইরান থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। আমাদের জনগণের সংগ্রামের সকল ভবিষ্যত পর্যায়ের জন্য আমাদেব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যা বিবেচনা করতে হবে, তা হচ্ছে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমূহের ফলে পারস্পরিক প্রভাব, বিশ্বের জাতীয় মুক্তি ও গণবিপ্লব সমূহের প্রভাব—যার উৎস হচ্ছে রাশিয়ার মহান অক্টোবর বিপ্লব, যে মহান বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সমসাময়িক কালে ঘটেছে ইরান, নিকারাগুয়া ও আফগানিস্তানের বিপ্লব। এইভাথে বিশ্বব্যাপী যে বিপ্লবী সংগ্রাম বিস্তৃত ও বিজয়ী হয়ে চলেছে, সংহত হচ্ছে; তা আমাদের বিপ্লব প্রসঙ্গে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই মৌলিক প্রশ্ন থেকে অন্যত্র দৃষ্টি সরিয়ে দেয়ার যে কোন প্রচেষ্টা, যদি তা কারো অজান্তেও হয়, তা হবে প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করার সামিল।

এইভাবে সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্টের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে, গত দশ বছরে যা বিশেষভাবে তীব্রতর হয়েছে, তার প্রভাবাধীনে সমাজের ভিতর ও বাইরে থেকে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইরানের মহান বিপ্লব পরিপক্ক হয়ে ওঠে এবং জয়যুক্ত হয়।

ইরানের বিপ্লবী জনগণের ঐক্য

ইরানী বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সক্রিয় শক্তির সমাবেশের ব্যাপকতা।

ইরানের জনগণের সাথে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের রাজতান্ত্রিক শক্তি, যার ভিত্তি ছিল দেশের বৃহৎ ভূস্বামী গোষ্ঠী—তাদের যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতে এবং সমাজের ভিতর ও বাইরে থেকে সৃ

দ্বন্দ্বের ফলে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকসমাজ, কারিগরশ্রেণী, শহর ও গ্রামের সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে এক ব্যাপক ফ্রন্ট গঠিত হয়। বিপ্লবের সমস্ত পর্যায়ে এবং লক্ষ লক্ষ জনতার বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যায় যে এই ফ্রন্ট সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। শাসকশ্রেণী ও তাদের গুটিকতক পোষ্য গুণ্ডাপাণ্ডার বাধা সত্ত্বেও গণঅভ্যুত্থানের বিপুল বন্যার স্রোতে শাহতন্ত্রের সমস্ত খুটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

সমগ্র জনগণ, ইরানের নারী সমাজ, যুবক ও এমনকি শিশু-কিশোররাও; গণ-আন্দোলন ও বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কিত সকল ধরনের লোকজন এই মহান গণসংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করে। সংগ্রামী ধর্মগুরুরা ছিল বামপন্থী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ব্যানার নিয়ে যাঁরা লড়ছিল তাঁদের পাশে ছিল ইসলামের ঝাণ্ডার নীচে ধর্মীয় শক্তি।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে এই ধরনের ব্যাপক ঐক্যের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকল শ্রেণী ও স্তর এবং বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক গ্রুপগুলো, যারা সামগ্রিক বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাঁরা সকলে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ঐক্যবদ্ধ ছিল। তা মোটেই ছিল না। বরং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর এই ব্যাপক বিস্তৃত সংগ্রামে তাদের শ্রেণী স্বার্থের দাবীর গণ্ডীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই অংশ গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন সক্রিয় গ্রুপগুলোর শ্লোগান উত্থাপিত হয়েছিল শ্রেণী ও স্তরের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে।

এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি অংশ ছিল শ্রমিক শ্রেণী। এই শ্রেণী যে কোন ধরনের সম্পত্তির মালিকানা বঞ্চিত এবং এদের নিজস্ব শ্রমশক্তি বিক্রী করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, এবং একমাত্র যা হতে পারে, তা হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের শোষনের অবসান ঘটিয়ে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সব প্রতিভাই সমভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং প্রত্যেকে তার প্রকৃত কাজ অনুযায়ী শ্রমের ন্যায্য প্রতিফল পাবে।

এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের অপর প্রান্তে ছিল জাতীয় ধনিক শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া ধনিকশ্রেণী এবং শাসক গোষ্ঠী যদিও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশে বাধা দিচ্ছিল, তা সত্তেও এই শ্রেণী পুঁজিবাদের ও শোষণের

স্বাধীনতা বজায় রাখার স্বার্থে, সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদী কাঠামো বজায় রাখার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শুধুমাত্র তাদের উপর আরোপিত বাধা দূর করতেই জাতীয় ধনিকশ্রেণী প্রয়াসী ছিল।

এই দুই প্রান্তীয় শক্তির মাঝখানে ছিল অন্তবর্তী বিভিন্ন স্তরের বিশাল শক্তিসমূহ। এদের বামপ্রান্তে ছিল ভূমিহীন বা গরীব কৃষক ও শহরের অ-শ্রমিক শ্রমজীবী জনগণ সমন্বয়ে গঠিত বামপন্থী শক্তি এবং ডানপ্রান্তে ছিল মধ্যস্তরের সচ্ছল জনগণ, মাঝারী উৎপাদনকারী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি।

বিপ্লবী সংগ্রামের মূল ঝোঁক সমূহ

বিপ্লবী সংগ্রামের একেবারে শুরু থেকেই বিপ্লবের মৌলিক লক্ষ্যের প্রশ্নে বিভিন্ন ঝোঁক দেখা দেয়। এইসব ঝোঁকের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংগ্রামের অভ্যন্তরে মূল সংঘাত হিসাবে দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের মধ্যেও এই অভ্যন্তরীণ সংঘাত দেখা দেয়। সংগ্রামের গোটা পরিসরের মধ্যে সবচেয়ে ডান অংশে ছিল উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা। এদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুখপাত্র ছিল "জাতীয় ফ্রন্ট" "স্বাধীনতা আন্দোলন", "র‍্যাডিক্যাল মুভমেন্ট", "ইরানী আইনজীবী সমিতি", "মানবাধিকার সমর্থক সমিতি" প্রভৃতি সংগঠন এবং ধর্মগুরুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। এই অংশের লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের সাথে আপোষকামীতা এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা। এইসব সংগঠনের দাবী দাওয়া, বিবৃতি ও ঘোষণাসমূহের সারবস্তু ছিল পূর্বতন শাসনতন্ত্র স্বীকৃত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ পুনর্বহাল করা। অর্থাৎ "রাজা কেবল রাজা হিসেবে বিরাজ করবে, শাসন নয়"—এই কাঠামোর মধ্যে রাজতন্ত্রকে বহাল রাখা। আয়াতুল্লাহ শারিয়াত মাদারী ও ডঃ সাঞ্জাবী প্রভৃতি উদারনৈতিকদের একাংশ চাইতো যে মোহাম্মদ রেজা শাহ হিসাবে শাসন অব্যাহত রাখতে পারেন যদি "তিনি আত্মসমালোচনা করেন এবং অপহৃত সম্পদ জনগণকে ফিরিয়ে দেন।" অন্যদিকে জনাব বাজারগান ও তার সমর্থক সমন্বয়ে গঠিত অপর উদারনৈতিক অংশ মনে করতেন সমাজের ভিত্তি হিসাবে রাজতন্ত্র চলতে পারে, তবে শাহ ব্যক্তিগত ভাবে যেসব অপরাধ করেছে সেজন্য তাকে ক্ষমতায় রাখা সম্ভব না। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় এই যে ওরা মনে করতেন ব্যক্তি হিসাবে মোহাম্মদ রেজা শাহকে বলীর পাঠা হতে হবে।

উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা নিজেরা ছিলেন নির্ভরশীল পুঁজিপতি ও বড় বড় ভূস্বামী। তাই শাহতন্ত্রের শ্রেণীগত ভিত্তির বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন শ্লোগান ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার প্রশ্নেও তাদের একই অবস্থান ছিল। ইরানের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পরিষ্কার রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল এই যে, একনায়কতন্ত্রী শাহের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং ইরানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের প্রশ্নে আমাদের নাক গলান উচিত হবে না। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রভুত্ব, আমেরিকার উপর নির্ভরশীল ও বিভিন্ন দাসখতে আবদ্ধ ইরানী সৈন্যবাহিনী—এদের বিরুদ্ধে কিছু করা ঠিক হবে না। এর ফলে শাহ-সাভাক শক্তিকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে আমেরিকার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা লাভ সম্ভব হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নীতি ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আশ্বস্ত করা যে ইরানে তাদের লুণ্ঠনের স্বার্থ বজায় থাকবে আর বিনিময়ে কার্টার, হেলম্‌স্, সুলিভান প্রমুখদের রাজী করান যেন পাপী শাহকে কিছুদিন ছুটি ভোগ করতে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু এইসব আপোষকামীতা ও বশ্যতা-মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে জনতার বিশাল ও অনমনীয় শক্তি গড়ে উঠছিল। এই শক্তি গভীরভাবে ও পরিষ্কার ভাবে তার প্রকৃত দুশমনকে চিহ্নিত করছিল এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র থেকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার উপর নির্ভরশীল রাজশক্তির সকল প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দাবী তুলছিল। এক কথায় জনতার শক্তি শাহ ও তার হুকুম তামিলকারী শক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত নির্ভরশীল লুটেরা পুঁজিবাদী সরকারের অবসান দাবী করছিল। খুব শিগগিরই এই বিশাল গণ-শক্তি বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় তার সুস্পষ্ট ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে, উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের আপোষকামী ও বশ্যতাকামী "ধাপে ধাপে' অগ্রসর হওয়ার নীতি অক্ষম করে দেয় এবং অসাধারণ গতিতে বিপ্লবী সংগ্রামকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করে।

ইরানের বিপ্লবী সংগ্রামে ধর্মীয় ঝোঁক

এটা সত্য যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ইহুদীবাদ বিরোধী ও রাজতন্ত্র বিরোধী ইরানী বিপ্লবী সংগ্রাম একটি দৃঢ় ও অপরিহার্য ধর্মীয়

দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। এটা আশ্চর্যজনক নয়, অথবা অসাধারণ বা আকস্মিক কিছু না। মোহাম্মদ রেজার রাজত্বকালে সাভাকের নির্যাতন নিপীড়নের বছরগুলোতে ঐতিহাসিক, সামাজিক ঘটনা প্রবাহ এবং সংগ্রামের নির্দিষ্ট পরিবেশই এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি প্রস্তুত করে।

ইরানী বিপ্লবী সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি ছিল এরকম ঃ যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক ভাবে নির্যাতনকারী এমন একটি রাজশক্তির প্রভুত্ব চলেছে যাকে বলা চলে অত্যন্ত ভয়াবহ একটি গণবিরোধী শক্তি। এই শক্তি সি আই এ, গোয়েন্দা সংস্থা ('ইনটেলিজেন্স সার্ভিস'), মোসাদ এবং ফ্যাসিবাদী জার্মানীর গেস্টাপো বাহিনী প্রভৃতি নির্যাতনকারী ও গোয়েন্দা সংগঠনগুলোর সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শোষিত ও আত্মদানকারী শ্রমিকশ্রেণী ভিত্তিক প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির মূল অংশকে জেলে আটক করে। উপরন্তু চলছিল চীনা নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপ। এরা লজ্জাজনকভাবে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা শুরু করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বল্প অভিজ্ঞ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে। এরা শ্রমিক শ্রেণীর একটা বড় অংশকে আকৃষ্ট ও প্রতারিত করে তাদের মধ্যে হঠকারী ও নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে অন্ধ শত্রুতার নীতি গ্রহণের পথে শ্রমিক শ্রেণীকে ঠেলে দেয়। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী যেখানে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারতো তা বিঘ্নিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে অঙ্গীভূত থাকার প্রয়োজনীয় সম্ভাবনা থেকে শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিত হয়।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের শ্রেণী চরিত্রের দোদুল্যমানতার কারণে প্রথম থেকেই এটা বোঝা গিয়েছিল যে, প্রতিদিন যে বিপ্লবী আন্দোলন প্রসার লাভ করে চলেছে তার নেতৃত্ব দিতে এরা অক্ষম। এবং এটা পরিষ্কার ছিল যে এরা আন্দোলনের গতির মুখে মন্দন সৃষ্টির শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

পূর্বতন সরকার চূড়ান্ত বর্বরতা দ্বারা সব ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রাম দমন করে চলেছিল। বিক্ষুব্ধ জনগণের সমাবেশের জন্য একমাত্র মসজিদের দরজা খোলা ছিল। এর কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা ও তাদের উপর নির্ভরশীল সরকার অনেকদিন পর্যন্ত এটাই বিশ্বাস করতো যে প্রকৃত ও ন্যায্য গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ওরা ধর্মনেতাদের ব্যবহার করতে পারবে। এবং এটা সকলেই জানতো যে ধর্মনেতাদের একটা বড় অংশ শাহের সরকার এবং সাভাক বাহিনীকে বিভিন্ন স্তরে সাহায্য করতো এবং তাদের আরেকটি

ঘৃণ্য গ্রুপের সাথে সাভাকদের পারস্পারিক "অনাক্রমণ চুক্তি" ছিল। এই ব্যাপারটি শুধু ইরানেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিমে ক্যাথলিক চার্চ লুণ্ঠনকারী ও সাম্রাজ্যবাদী একচেটেদের সঙ্গে এমনি "অনাক্রমণ চুক্তি" স্বাক্ষর করেছিল। এবং এর দ্বারা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারকে গণমনের কাছে সুসহ করে তোলা হতো। সে যাই হোক, শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা এটা হিসাবের মধ্যে রাখে নাই যে যখন বিক্ষোভ দানা বেঁধে গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার সৃষ্টি হয়, তখন তা এক বিপুল বন্যার বেগে পথের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই যে পথে বাধা কম সে দিকেই সাবলীল স্রোত ধারায় প্রবাহিত হয়।

মসজিদগুলো উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল শাসকগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য, গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এই মসজিদগুলো থেকেই। ধর্মসমাজকে শাহ-সাভাক চক্র সহ্য করেছিল। তবে ইরানের মৌলানাদের বড় অংশই সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে এসেছে এবং জনগণের সাথে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এরকম সংকটকালে তাঁরা জনগণের বিপ্লবী দাবীসমূহের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ইরানের মৌলানাদের মধ্য ও নিম্ন অংশ যাঁরা ছিলেন তরুণ, খুব সক্রিয় এবং লড়াকু, জনগণের সাথে এদের দৃঢ় সম্পর্ক ছিল এবং এরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের বিপ্লবী ও সামাজিক দিকগুলো এবং বিশেষভাবে শিয়াদের বিপ্লবী ঐতিহ্য ইরানী জনগণের ব্যাপকতম অংশের ব্যানারে পরিণত হয়।

ইরানের তুদেহ পার্টি প্রথমাবধি এই ঝোঁকটির এবং ইরানের বিপ্লবী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক ও গণচরিত্রের স্বীকৃতি দেয় এবং বিভিন্ন শক্তির ঐক্য ও তাদের মধ্যে বিপ্লবী সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি মৌলিক শর্ত হিসাবে বিভিন্ন ধর্মীয় শক্তি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সমর্থক-দের মধ্যে বৈপ্লবিক যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে। তখন থেকেই সমস্ত উস্কানী, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সাম্রাজ্যবাদী দালাল, ও উদার-নৈতিক বুর্জোয়াদের সমস্ত অভিযোগ ও কুৎসিত গালাগালি উপেক্ষা করে আমাদের পার্টি এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।

"দোনজা" পত্রিকায় (ইরানের তুদেহ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক মুখপত্র) প্রকাশিত মূল প্রবন্ধগুলোতে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী পরি-ষ্কারভাবে লেখা হয়েছে। মাত্র দু'টি উদাহরণ এখানে দিচ্ছিঃ "সংগ্রামী ইসলামী গ্রুপগুলোর সঙ্গে ইরানের তুদেহ পার্টি নিঃশর্ত সহযোগিতা দানে,

পারস্পরিক সাহায্য ও ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে প্রস্তুত। আমরা সবসময়ই রাজনৈতিক সংগ্রামকে ধর্ম বিশ্বাস-নিরপেক্ষ হিসাবে দেখেছি। আমাদের পার্টির পয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহণ করে·····আমাদের বিবেচনায় শ্রমিক শ্রেণীর মত ও পথের সত্যিকার সমর্থক এবং বিপ্লবী ধর্মীয় যোদ্ধাদের মধ্যে সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার একটি বাস্তবসম্মত, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অধীন, সম্ভাবনাময় পটভূমি রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্পর্কের অভিজ্ঞতা; যেসব দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক দল, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সেইসব দেশের বিপ্লবী সহযোগিতার অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপুল সমর্থন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের উপরোক্ত দাবীর সপক্ষে জোরালো সাক্ষ্য।" (দোনজা, অগাষ্ট, ৭৬, পৃঃ ১০৭)।

দোনজায় (ডিসেম্বর, ৭৬, পৃঃ ৬-৭) প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়; "ইসলামে বিশ্বাসী শক্তিশালী জনপ্রিয় শক্তিগুলোর সাথে সহযোগিতা আমাদের পার্টির কোন কৌশলগত বা সাময়িক বিষয় নয়। আমাদের পার্টি মনে করে বর্তমান শাসক শক্তির অবসান, জনগণের বিপুল অংশের আকাঙ্খা অনুযায়ী জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তুতের পথে অগ্রসর হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সর্বব্যাপক সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য এই সহযোগিতা হচ্ছে একটি নীতিগত সুদূর প্রসারী ভিত্তি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্মীয় সংগ্রামী ও অন্যান্য গ্রুপগুলোর মধ্যে বর্তমানে বিরাজমান ভ্রান্ত ধারণা সত্বেও এবং শয়তান সাভাক বাহিনীর সকল বিদ্বেষমূলক প্রচারনা সত্বেও দেশপ্রেমিক মুক্তি সংগ্রাম এই ধরনের ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে যাবে।"

ইমাম খোমিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

ইরানী জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম মূলতঃ একটি বিপ্লবী সামাজিক ও গণচরিত্রের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠেছিল যা সমাজে প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল মসজিদগুলোর মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ইহুদীবাদ বিরোধী ও সাভাক পরিপুষ্ট পরনির্ভরশীল রাজতন্ত্র বিরোধী লক্ষ্য সম্পন্ন এই মূলতঃ গণবিপ্লবী আন্দোলন প্রতিদিনই নিরবচ্ছিন্ন ও ফলপ্রসুভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, অবকাঠামো ও উপরি-

কাঠামোতে মৌলিক ও ব্যাপক ভিত্তিক পরিবর্তনের দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

তবে, আয়াতুল্লাহ্ শরীয়ত মাদারীর নেতৃত্বে সনাতন ধর্মীয় নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের অবস্থানের চেয়ে আর বেশী অগ্রসর হতে রাজী ছিল না। অর্থাৎ এই অংশ একটি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই থাকতে চাচ্ছিল, বিক্ষোভ ও সরকারী বাহিনীর সাথে সংঘাত প্রভৃতি গণসংগ্রামের পদ্ধতিগুলোর সাথে এরা প্রকাশ্যে দ্বিমত দেখাচ্ছিল। এটা পরিকার ছিল যে এই ধরনের গণআন্দোলন এইসব ধর্মীয় নেতাদেরকে মসজিদেই কোনঠাসা করে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে এবং সাচ্চা বিপ্লবী নেতা খুঁজে নেবে। ইরানের বিপ্লবী আন্দোলন খুব দ্রুত যাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করলো এবং ইমাম খোমিনীকে নেতা হিসাবে দাঁড় করালো। এই অসাধারন পবিত্র চরিত্র চিরকাল বঞ্চিতদের দুঃখ দুর্দশার জন্য নিজে দুঃখভোগ করছেন। আমাদের সমাজের শ্রমজীবী, শোষিত, নির্যাতীত ও বঞ্চিত জনগণকে সাহায্য করা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বহুবছর আগে থেকেই বিশেষ দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিতভাবে এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইরান ও বিশ্বের সকল শোষিত-বঞ্চিত মানুষের (মুস্তাজাফিন) বঞ্চনার মূল হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনাধীন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ, ইসরাইলী শাসকগোষ্ঠী, এতদঞ্চলে সাদাত ও তার মত কিছু ব্যক্তি, খুনী রাজতন্ত্রী শক্তি, বিশেষভাবে মোহাম্মদ রেজা, তার ঘৃণ্য রাজপরিবার, সাভাক এজেন্টরা এবং সমাজের শোষক নির্যাতনকারী প্রভৃতি।

ইরানের তুদেহ পার্টি ইমাম খোমিনীর লাইন সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং এই লাইনের প্রতি শর্তহীন সমর্থন ঘোষণা করেছিল। আমাদের পার্টি খোমিনীর নীতির সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্যে পাঁচটি নির্ধারক উপাদান শনাক্ত করেছিল এবং এর উপর ভিত্তি করে সহযোগিতা ও সমর্থনের নীতি নিয়েছিল। বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল স্তরে এই পাঁচটি উপাদানের মধ্যে আমাদের দেশের ব্যাপকতম বিপ্লবী অংশের দাবীর প্রতিফলন ঘটেছিল:

১. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সকল ধরনের কর্তৃত্ব নির্মূল করার জন্য একটি চূড়ান্ত, সুসমন্বিত ও অনমনীয় নীতি।

২. দুর্নীতিগ্রস্ত ও পচাগলা রাজতন্ত্রী এবং একনায়কতন্ত্রী "টাওটি" চক্রকে উৎখাত করার জন্য একটি দৃঢ়, অটল ও অনমনীয় নীতি।

৩. জনগণের জন্য বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সুদৃঢ় নীতি।

৪. ধনিক শ্রেণী ও জমিদার-জোতদারদের শোষনের পথ রুদ্ধ করার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন এবং শহর ও গ্রাম অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সুনির্দিষ্ট নীতি।

৫. সত্যিকার জনতার শক্তির ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্নততর জাতীয় ও জনপ্রিয় লক্ষ্য অর্জনের সুনিশ্চিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি।

ইমাম খোমিনী ঐতিহাসিক সাড়া জাগান শ্লোগান উত্থাপন করেন। যেমন "যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে আমাদের একনম্বর শত্রু এবং শাহ হচ্ছে তার গোলাম এবং আমাদের দুইনম্বর শত্রু।" এইসব শ্লোগানের ভিত্তিতে জনতার সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ছোট বড় শহরগুলোতে, এমন কি গ্রামেও বন্যার তোড়ের মত বিশাল গণ বিক্ষোভ ও ঐতিহাসিক সড়ক-সংগ্রাম গড়ে তুলে। সেই জোয়ারে পূর্বতন সরকারের ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান সবকিছু ভেসে যায়।

আন্দোলনের এই গতিমুখের সম্মুখীন হয়ে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা বা আপোষকামী ও বশ্যতাকামী ভুয়া বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদ ও শাহতন্ত্রকে কিছু কৌশলগত পশ্চাদপসরনের জন্য মরীয়া হয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

ইমাম খোমিনী নির্দেশ দিচ্ছিলেন, জনগণ ঐক্যবদ্ধ হও, রুখে দাঁড়াও ও রাস্তায় নামো। এই গদি, এই দুর্নীতির আখড়া চূর্ণবিচূর্ণ কর, এই রক্তপিপাসু সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত কর।

অন্যদিকে বুর্জোয়া উদারনৈতিক আপোষকামীরা মহামান্য শাহকে কয়েক মাসের বিশ্রামে যাবার জন্য অনুরোধ করছিল, যেন জনতার অসন্তোষ ঝিমিয়ে এলে তিনি কয়েকমাস পর একজন গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা প্রিয় রাজা হিসাবে ফিরে আসতে পারেন।

এই দুই ধরনের প্রবণতা ডিসেম্বর ১৯৭৮-'৭৯ সময় কালের মাঝামাঝি থেকে বর্ধিত গতিতে গড়ে উঠছিল।

১৯৭৮ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইরানের তুদেহ পার্টি এক ঐতিহাসিক বিবৃতিতে গণআন্দোলনের সামনে একটি সুস্পষ্ট বিপ্লবী ও আপোষহীন পথের আহ্বান তুলে ধরে। এর বাস্তব মর্মবস্তু ছিল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, শাহ্ ও

তার অনুসারীদের বিচার ও শাস্তি প্রদান, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব উৎখাত করা এবং এইসব লক্ষ্য হাসিলের জন্য সমস্ত শক্তির সমবায়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠন।

বিপ্লবী সংগ্রামের সম্প্রসারণের ফলে ভীত হয়ে এবং উদারনীতিক বুর্জোয়াদের আপোষকামীতা লক্ষ্য করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও শাহের সরকার বিপ্লব দমনের এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে আন্দোলন থেকে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কৌশলের দু'টি দিক ছিলঃ একদিকে বর্বরোচিতভাবে আন্দোলন দমনের চেষ্টা, পাশাপাশি আন্দোলনের আপোষকামী অংশের উপর নির্ভর করে একটি তথাকথিত "জাতীয় ঐক্যের" সরকার গঠনের টোপ ফেলা।

রক্তবন্যা ও আপোষ প্রচেষ্টা

প্রথম পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দায়িত্বে ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের উপর নির্ভরশীল সেবাদাস জেনারেল ওভেসী, জেনারেল আজহারী ও অন্যান্যরা, আর দ্বিতীয়টির পেছনে ছিল আপোষকামীরা। উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি বেঈমান শাহপুর বখতিয়ার এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হয়। তার মতলব ছিল ক্রমান্বয়ে কতগুলো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কাজ শুরু করা।

বখতিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কাতার থেকে বের হয়ে এসে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যোগ দিয়েছে—এরকম চিন্তা করা একেবারেই ভুল এবং প্রতারণাপূর্ণ। শাহপুর বখতিয়ার হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার উপর নির্ভরশীল সরকারের সাথে আপোষকামী উদারনৈতিক বুর্জোয়াদেরই অঙ্গ। তার ক্ষমতায় আসাটা হচ্ছে "ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার" নীতি বাস্তবায়নের প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি থিতিয়ে এসে "রাজতান্ত্রিক আইন শৃঙ্খলা" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে এবং জনতার রুদ্ররোষ নির্জীব হয়ে না আসছে, ততদিন "এক পা আগে, এক পা পিছে" করে চলার নীতি।

শাহপুর বখতিয়ারের সরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইরানী গণবিপ্লবের বিরুদ্ধে উদারনীতিক বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম কার্যকর পদক্ষেপ।

এটা দেখা গেছে যে, উদারনীতিক বুর্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন মোল্লা ও রাজনৈতিক গোষ্ঠি এবং ব্যক্তিবর্গ বখতিয়ারকে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করতো না। এমন কি 'ইরান পার্টি' ও এই ধরনের কিছু রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠি তাকে 'জাতীয় বীর' বলে গণ্য করতো এবং সাভাক ও 'আর্যমেহেরের' বাহিনীর উপর নির্ভরশীল প্রতিবিপ্লবী গ্রুপগুলোর সাথে এরা এই প্রশ্নে একেবারে একইরকম মূল্যায়ন পোষণ করতো। এটা আকস্মিক কোন ঘটনা না যে শাহপুর বখতিয়ারের যেসব বাণী বি. বি. সি. প্রচার করতো সেগুলো আবার 'ইরান-পার্টি' পুনঃ প্রচার করতো। প্রচারের মালমশলা সাভাক এজেন্ট-দের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবীদের কাছে পৌঁছাতো।

শাহপুর বখতিয়ার সরকারের আমলে সাম্রাজ্যবাদ ও শাহ চক্রের এই দ্বিমুখী নীতি কার্যকর করা হয়েছিলঃ একদিকে গণবিক্ষোভকে নস্যাৎ করা অন্যদিকে বুর্জোয়া উদারনীতিকদের স্বার্থে আন্দোলনের কিছু কিছু সীমিত দাবী মেনে নেওয়া। বিপ্লবী আন্দোলনের মুখে সর্বশেষ যে লাগামটি চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবকে রাশ টেনে ধরতে চেয়েছিল এবং ইরানে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রক্ষা করতে চেয়েছিল তা বিগত ১০, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিপ্লবীদের ঐক্যের ফলে জনতার বিপ্লবী রোষের যে ঝঞ্চা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা প্রতি-বিপ্লবের শেষ বাঁধ রাজকীয় গার্ড বাহিনীকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়।

ফেব্রুয়ারীর মহান অভ্যুত্থান

১০-১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ তারিখের অভ্যুত্থানকে ইরানের জনগণের অভূতপূর্ব ও বীরত্বপূর্ণ বিপ্লবের চূড়ান্ত অবদান বলা যায়। এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসান, মুমূর্ষু ও কুৎসিত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে ইরানের জনগণের সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের বৈশিষ্টপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ১৯৭৯ সালের সর্বব্যাপক গণবিপ্লবেব প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর কিছু ইউনিট এই প্রথমবারের মত বিপ্লবী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে বিশেষভাবে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরের পর যখন রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে তখন সেনাবাহিনীর একাংশ বিপ্লবী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। গণ-

বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার অধিকহারে যতই বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করছিল, ঠিক পাশাপাশি সাধারণ মানুষ থেকে আসা সৈনিকরা তাদের ব্যারাক থেকে, সেনা ইউনিট থেকে বড় বড় দলে পালিয়ে আসছিল। এরা এতদিন গোলামীতে অভ্যস্ত অফিসারদের হুকুম তামিল করতো। তাদের পালিয়ে যাওয়াটাই একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদ ও শাহের সরকারের পক্ষে কাজ করার প্রশ্নে সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ও অনির্ভরযোগ্যতা এতে প্রকাশ পায়। যাহোক, সংগ্রামের এই পদ্ধতির সাথে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে 'হোমাফ্রানদের' সক্রিয় সংগ্রামের পদ্ধতির গুণগত পার্থক্য ছিল।

ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থান প্রমাণ করলো যে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর সরকার দেশের ভেতর তাদের সর্বশেষ ঘাঁটি—সেনাবাহিনীর ভেতরেও একঘরে হয়ে পড়েছে এবং খুনী ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের নিয়ে গঠিত বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'অমর গার্ডদল' ছাড়া সেনাবাহিনীর প্রায় সমস্ত অংশই এই ব্যাপক বিস্তৃত বিপ্লব দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। শুধুমাত্র সরকার নির্ভরশীল অফিসাররা, যারা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেনাবাহিনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, তারাই বাইরের ও দেশীয় প্রভুদের অনুগত থেকে গেল। তা সত্ত্বেও তারা গণঅসন্তোষের মুখে কার্যকর কিছুই করতে পারে নাই।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিশেষ গুরুত্ব এখানেই যে, এর মাধ্যমে এক বিপজ্জনক প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত অংকুরে করে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবকে ধ্বংস করতে বা তার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ভীত হয়ে পড়ে এবং তার শেষ মতলব হাসিল করতে সক্রিয় হয়। জেনারেল হিউসার এবং উদারনীতিক বুর্জোয়া আপোষকামীদের মধ্যে এ ব্যাপারে সমঝোতা হয়।

এই পরিকল্পনার মোদ্দা কথাটা ছিল আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইরানী সৈন্যদের ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আসন্ন বিপ্লবী সরকারের মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া। সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষ ঘোষনা করে অদৃশ্য কমাণ্ডারদের মাধ্যমে এই চক্রান্ত কার্যকর করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এই কমাণ্ডারদের সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমেই যে 'অমর গার্ডদল' শেষ সময়ে হতাশ হয়ে ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নিয়েছিল তা জানতে আর কারও বাকী ছিল না।

'হোমাফ্রানদের' সাহসিকতাপূর্ণ অভ্যুত্থান এবং জনগণের সংগ্রাম এই

জঘন্য চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয় এবং প্রলয়ঙ্করী আঘাতে প্রতিবিপ্লবের শেষ বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। এই অভিজ্ঞতা তুদেহ পার্টির আহ্বানের (জানুয়ারী, ১৯৭৯) সঠিকতা সপ্রমাণিত করে। এই আহ্বানে তুদেহ পার্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও শাহ চক্রের উপর নির্ভরশীল পতনোন্মুখ প্রতিবিপ্লবী শক্তির সর্বশেষ কঠিন প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলার জন্য সকল প্রকৃত বিপ্লবী শক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ জমায়েত গড়ে তোলার কথা বলে।

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার

উপসংহারে বিজয় সম্পর্কে দুইটি ঝোঁকের কথা বলা যায়। একটি ঝোঁক আপোষকামীতার, অন্যটি বিপ্লবী দৃঢ়তার।

পচনধরা সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের শেষ সশস্ত্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়। শাহপুর বখতিয়ার পালিয়ে যায়। পূর্বতন সরকারের এক দল সামরিক ও বেসামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয় এবং অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইভাবে পূর্বতন সরকার উৎখাত হয়। বিজয়ের প্রথম পর্ব সমাধা হয়। বিজয়ের প্রথম পর্যায় থেকেই দেশের সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে দ্বৈত চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। ইরানের বিপ্লবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই দ্বৈত চরিত্রের বস্তুগত ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল। সেটা হচ্ছে ইমাম খোমিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণবিপ্লবী আন্দোলনের যে অংশ দৃঢ় ও আপোষহীন ভাবে লড়াই করে চলেছিল তাদের মধ্যে সরকার ও সামরিক সংগঠন পরিচালনার মত প্রয়োজনীয় দক্ষ ক্যাডারের অভাব ছিল। এর দুটো কারণ ছিল ঃ

প্রথমতঃ ইমাম খোমিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ধর্মীয় আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের প্রকৃতপক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল তরুণ সংগ্রামী মৌলানা। দেশের সরকার পরিচালনা, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সংগঠন-সমূহ পরিচালনার কোন প্রস্তুতি বা অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত বামপন্থী শক্তিসমূহ, যারা ধর্মীয় শক্তিগুলোর সাথে একত্রে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে, তারাও কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণে এবং পূর্বতন সরকারের তীব্র অপপ্রচারের ফলে এই অভাব পূরণ করার মত অবস্থানে ছিল না।

একদিকে নিজেদের প্রয়োজনীয় ক্যাডারের অভাব অন্যদিকে খোমিনীর

অনুসারীদের মধ্যে যারা প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি তাদের আবার বামপন্থী প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির সাথে সহযোগিতা করতে অনীহা। ফলে সরকারের সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ পদ উদারনীতিক বুর্জোয়াদের হাতে চলে যায়। বিপ্লবে অংশ-গ্রহণকারী সবচেয়ে আপোষকামী অংশের সোচ্চার প্রতিনিধি জনাব বাজার-গান বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এমন একটি পাঁচমিশালী মন্ত্রীসভা গঠন করেন যেখানে আপোষকামী ব্যক্তিবর্গ ছিল সক্রিয় সংখ্যাগুরু অংশ। এদের মধ্যে সেইসব ব্যক্তিবর্গই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ জায়গা-গুলো দখল করে নেয়, যারা জনগণের কাছে সম্পুর্ণ অপরিচিত, যাদের অতীতের কার্যাবলীর কোন পরিচয় জনগণের জানা নেই।

জনাব বাজারগান বার বার ঘোষণা দিয়ে খুব পরিষ্কার ভাবেই জানিয়ে দেন যে তার সরকার বিপ্লবী সরকার নয়, বিপ্লবী পদ্ধতিগুলোতে তাদের কোন বিশ্বাস নেই এবং তিনি সবসময়ই এইসব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সাথে দ্বিমত পোষন করে এসেছেন এবং তিনি "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হও-য়ার নীতি অনুসরণ করেছেন।

এর ফলে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বৈত-চরিত্রের দু'টি কেন্দ্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথম কেন্দ্রটি ইমাম খোমিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তিনি বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী শ্রেণীগুলোর স্বার্থে সবচেয়ে গুরুত্ব-পুর্ণ সমস্যাগুলোর মৌলিক পরিবর্তনের দাবী তোলেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি গঠিত হয় "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার নীতির সরকারকে নিয়ে। এদের বক্তব্য ছিল: শাহকে বিতাড়নের মধ্য দিয়ে বিপ্লব শেষ হয়েছে। তাই পুর্ববর্তী কাঠামো সবটাই বজায় রেখে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে নিলেই চলবে।

"ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ায় সরকারে আমীর এনতেজামকে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়, ইজাদীর মত জোতদারকে কৃষিমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়, খালতবারীকে অর্থমন্ত্রী, জনাব মলাভীকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ইরানী জাতীয় তেল সংস্থা মন্ত্রণালয় দেওয়া হয় হাসান নাজিহর হাতে এবং পুর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করা হয় জনাব মোথাদ্দেমের মত একজন সি, আই, এ, এজেন্টকে ইত্যাদি।

অপসারিত সরকারের খুনীদের বিচার করার ক্ষেত্রে বিপ্লবী আদালত এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার সরকার এই আদালতের কার্যকারীতার অবসান ঘটানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ

করে। ইরানী বিপ্লবের বহিঃশত্রুদের প্রচারণার সাথে সুরে সুর মিলিয়ে এই সরকার বিপ্লবী ভিত্তিগুলো, নিঃসন্দেহে যেগুলো ত্রুটিমুক্ত ছিল না, দুর্বল করে দিতে সচেষ্ট হয়।

অস্থায়ী সরকার অবশ্য জনমতের প্রচণ্ড চাপের মুখে ছিল, সীমিত ভাবে হলেও ইমাম খোমিনীর নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হচ্ছিল এবং বিপ্লবের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পারছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খোমিনীর নির্দেশানুযায়ী সরকার বাধ্য হয়ে মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে তেল বিক্রী করতে অস্বীকার করে।

বেশ গড়িমসি করে হলেও এই সরকার ব্যাঙ্ক-বীমা জাতীয়করণ, বিশ্বাস-ঘাতকদের সম্পদ ও জমি বাজেয়াপ্তকরণ এবং শিল্প জাতীয়করণ করতে বাধ্য হয়।

"ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার এই বুর্জোয়া-উদারনীতিক সরকারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো বিপ্লবের সংহতি, বিস্তৃতি ও স্থিতিসাধনের পথে খুব দ্রুত সংকটজনক বাধা সৃষ্টি করে।

সরকার আমাদের বৈদেশিক নীতিকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। বিপ্লবের একনম্বর শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের শত্রুতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। যেমন, এই ব্যাপারে অত্যন্ত প্রতারণামূলক ভূমিকা পালন করে আমীর এনতেজাম ও তার দলবল। এর স্বরূপ সম্প্রতি উদ-ঘাটন করেছে খোমিনীর অনুসারী ছাত্ররা।

"ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার এই সরকারে আপোষকামী নীতি শুধুমাত্র এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না যে ওয়াশিংটনে শাহের উপস্থিতি নীরবে উপেক্ষা করা হোক। শাহের ওয়াশিংটনে অবস্থান স্পষ্টতই ইরানী বিপ্লবের বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একটি বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র ছিল। এই সরকার এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল যে খোমিনীকে না জানিয়েই সে ব্রেজিনস্কীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। ব্রেজিনস্কী ছিল সমস্ত প্রতি-বিপ্লবী ও হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা। এমন কি আজও পর্যন্ত ইরানের জনগণ জানে না যে সেই "জঘন্য শয়তানের" প্রতিনিধির সাথে জনাব

বাজারগান, ডঃ ইয়াজদী এবং ডঃ চামানের আলাপ আলোচনার, বিষয়বস্তু কি ছিল।

আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার সরকার, কনসর্টিয়াম যেন অসন্তুষ্ট না হয় সেজন্য ইরানী তেল কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলীর চেয়ারম্যানের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিবিপ্লবী নাজিহ্‌কে নিয়োগ করেন, একগুঁয়ে নীতি নিয়ে ইরানের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় আমেরিকান ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে আনার পথ পরিহার করে চলে, ইয়াজদীর মত এক-জন বড় জোতদারকে প্রায় দুইকোটি ইরানী কৃষক সমাজের ভবিষ্যতের হর্তাকর্তা নিয়োগ করে এবং জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আবার কোন প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কল্পে একটি সমাধান বের করা থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত থাকে। এই সরকারের জন্যই হাজার হাজার প্রতিবিপ্লবী ও পূর্বতন-সরকারের পোষ্য লুটেরাদের পক্ষে শতশত কোটি ডলার সম্পদ ও অলংকার সহ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই সরকার বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা পুনরায় শুরু করার কাজ বিভিন্ন ছলছুতোয় দেরী করিয়ে দেয়। "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়া এই সরকারের অধিকাংশ আপোষকামী সদস্যই পুঁজিবাদকে তার পরিপূর্ণ ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ইরানের বিপ্লবী সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছিল। "অর্থনৈতিক সমস্যার" উপর পরিকল্পনা ও বাজেট সংস্থায় আয়োজিত ঐতি-হাসিক সেমিনার এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল অপচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে।

এই সরকার সংখ্যাধিক্য আপোষকামীদের প্রভাবে সেনাবাহিনী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পূর্বতন সরকারের অনুচর সাভাক এজেন্ট এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিতাড়ন করার কাজ গোয়াড়ের মতো এড়িয়ে যায় এবং ইমাম খোমিনী বার বার গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও এই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ সুনিপুন ও সচেতন ভাবে বিলম্বিত করে।

এইসব নীতির পথ ধরেই, এমনকি নিক-খোলগ এর মত সেয়ানা সাভাক এজেন্ট ইয়াজদীর মত মন্ত্রীদের সাহায্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী পদে উন্নীত হয়, সেনা ইউনিটগুলোতে বিদেশী চরদের আস্তানা গড়ে ওঠে, এবং যেসব দালালরা খুনী শাহকে তার শেষ কয়েকমাস পর্যন্ত সাহায্য-সহযো-গিতা দিয়ে এসেছিল ঠিক তাদেরই হাতে শহর ও গ্রাম-পুলিশ বাহিনী থেকে যায় এবং ফলে এরা এখন আবার বিপ্লব ও তার নেতৃত্বের উগ্র শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

এই ছচ্ছে "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার সরকার সম্পর্কে পঙ্কিল প্রতি-

বেদন, যা ছিল বিপ্লবের বিজয়ের সাথে আগত আপোষকামীতার ফলশ্রুতি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সরকারের নীতি ও কার্যাবলী আমাদের বিপ্লবোত্তর আটটি মূল্যবান মাস নষ্ট করেছে।

ইরানের তুদেহ পার্টি, প্রথম থেকেই আপোষকামী বুর্জোয়া উদারনীতিক প্রবণতা এবং এর বিপ্লবের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বক্তব্য যেমন পরিকারভাবে তুলে ধরেছিল ঠিক তেমনি আবার ঘোষণা করেছিল যে এই সরকারের যে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ সে সমর্থন করবে।

ইরানের তুদেহ পার্টি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সরকারী নীতির আপোষকামী দিকগুলো তুলে ধরেছে এবং সরকার ও নেতৃত্বের বিভিন্ন সমস্যার সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব সমাধানের পথ বাতলেছে।

আমাদের দেশের বিগত এক বৎসরের ইতিহাস এবং বিভিন্ন ঘটনা আমাদের পার্টির নীতি, বিবেচনা এবং পদক্ষেপসমূহ যে সর্বক্ষেত্রে সঠিক ছিল তারই জলন্ত প্রমাণ। এই কারণে আমাদের শত্রুদের আক্রোশ ও ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যেহেতু ওরা একটু দোষও খুঁজে পায় না, তাই আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা উদ্দাম অপপ্রচার এবং ক্রোধে ফেটে পড়ে। এটা উল্লেখযোগ্য যে শাহপুর বখতিয়ার বা শামস্ আল আহমেদের মত লোকজন যা করতো তার সাথে এইসব অবমাননাকর কার্যকলাপের একটুও পার্থক্য নেই, সেই সাভাকদের মতই আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে একই অপপ্রচার, অপমান এবং অভিযোগ।

খোমিনীর নীতিসমূহ—বিপ্লবী কাউন্সিল এবং বিপ্লবী ভিত্তি, কমিটি, আদালত ও রক্ষীবাহিনী

উদারনীতিক বুর্জোয়াদের আপোষকামীতার বিরুদ্ধে একটি সুদৃঢ় ও অটল প্রবণতাও ছিল যা মাথা নত না করে জনতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লক্ষ্যে কাজ করছিল। ইরানের তুদেহ পার্টি উদারনীতিক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও ভূয়াবামপন্থীদের সকল ঘৃণা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও এই বিপ্লবী লাইনকে স্বীকৃতি দেয় এবং নিঃশর্তভাবে একে সমর্থন জানায়।

আপোষকামী নীতির বিপরীতে ইমাম খোমিনীর নীতি ছিল ক্ষমতাচ্যুত ঘৃণ্য সরকারের খুনীগোষ্ঠীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী বিপ্লবী আদালতে

বিচার ও শাস্তি প্রদান এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও পূর্বতন সরকারের অনুচর ও আত্মগোপনকারী খুনীদের গ্রেফতার করা ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের জন্য রক্ষীবাহিনী ও বিপ্লবী গণকমিটি সমূহ প্রতিষ্ঠা করা। গ্রামপুলিশ ও অসামরিক পুলিশ এসব করণীয় পালন করতে অনিচ্ছুক ছিল, কারণ এরা অতীতের ব্যবস্থাবলীর উপরই নির্ভরশীল ছিল। এটা সত্য যে এইসব কমিটি, রক্ষীবাহিনী ও বিপ্লবী আদালতের কাজকর্মের মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল। উপরন্তু, প্রথম থেকেই প্রতিবিপ্লবীরা এই সব ভিত্তিস্থানে অনুপ্রবেশ করে সেগুলো বিপথে পরিচালিত করা ও অকেজো করে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তা সত্ত্বেও এইসব ভিত্তিমূলগুলো মূলতঃ বিপ্লবী চরিত্রের ছিল এবং বিপ্লবের বিজয়কে সংহত করা ও প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দৃঢ় ভূমিকা পালন করে।

বিপ্লবোত্তর এইসব মৌলিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে কিছু বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি ছিল যেগুলো হয়েছিল প্রধানতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিবিপ্লবী এজেন্টদের অনুপ্রবেশের কারণে। এর সুযোগে বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের দালালরা এবং "ধাপে ধাপে অগ্রসর" হওয়ার সরকারের আপোষকামী উদারনীতিক বুর্জোয়ারা প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠানের বিপ্লবী পদক্ষেপগুলোর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যায়। এরা এইসব বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এবং পুলিশ, গ্রাম-পুলিশ ও শুদ্ধি অভিযান চালান হয় নাই যে সেনাবাহিনী, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সোচ্চার দাবী তোলে। সৌভাগ্যবশতঃ সরকারের এই অপচেষ্টা বিপ্লবের নেতৃত্বের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়।

যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কিছু কিছু কমিটির মধ্যে ফটকাবাজ ও প্রতিবিপ্লবী এজেন্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, বিপ্লবী আদালতগুলোতে আপোষকামী লোকজনের প্রভাব এবং রক্ষীবাহিনীতে মুনাফাখোর ও বেঈমান লোকজন দেখা যায়, এবং তাই দ্রুত এইসব মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে শুদ্ধি অভিযান চালানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তথাপি, শুধু এই কারণেই এইসব বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেয়ার মত যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ এখনও ঘটে নাই।

যতদিন পর্যন্ত সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী, গ্রাম ও নগর-পুলিশ-বাহিনী এবং আইন মন্ত্রণালয়ের আমূল পরিবর্তন করা না হচ্ছে এবং এইসব প্রতিষ্ঠান বিপ্লব সংহতকরণ, স্থিতিশীলকরণ ও প্রসার সাধনের লক্ষ্যে কাজ না করছে, তার পূর্বেই এইসব বিপ্লবী সংগঠন ও সশস্ত্র প্রকৃত

বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলো ভেঙ্গে দেয়ার অর্থই হবে বিপ্লবের প্রতি এক বিপজ্জনক আঘাত। ইরানের তুদেহ্ পার্টি বিপ্লবের প্রকৃত সমর্থক এবং বিশেষতঃ এর নেতৃত্বকে পুনরায় সতর্ক করে দিচ্ছে যেন এই ধরনের কোন হঠকারী পদক্ষেপ না নেওয়া হয়।

বিপ্লবের স্তম্ভগুলোর মধ্যে বিপ্লবী কাউন্সিলের ভূমিকা নিশ্চয়ই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইরানের তুদেহ্ পার্টি হচ্ছে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন যে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে ইমাম খোমিনীর উদ্যোগ সমর্থন করে এবং ইতিহাস পার্টির এই মূল্যায়নের সঠিকতা প্রমাণ করেছে।

বিপ্লবী কাউন্সিলের অবস্থান কালে তার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই কাউন্সিল মূলতঃ ইমাম খোমিনীর নীতি অনুসরণ করে চলেছে। অবশ্য কাউন্সিলের আপোষকামী অংশের যথেষ্ট পিছুটান ও বাধা ছিল, যার প্রভাব এখনও রয়েছে। তবে, এই সাধারণ মূল্যায়নের পাশাপাশি আমাদের স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, বিপ্লবী কাউন্সিলের অত্যন্ত ব্যাপক দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিপ্লবী কাউন্সিল গুরুতর দুর্বলতা, ইতস্ততঃভাব ও সাধারণভাবে দ্বিধার ভাব দেখিয়েছে। এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক ও নিকৃষ্টতম হচ্ছে প্রয়োজনীয় সঙ্গতির অভাব এবং সমন্বয় সাধনের অভাব—যা হচ্ছে এই ধরনের জটিল সময়ে নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পরিস্থিতিকে এই পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উদারনীতিক বুর্জোয়া ও তাদের দলবলের নেতিবাচক কার্যকলাপ যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছে—যে কথা পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি।

চরম বাম ও ডানপন্থী গ্রুপগুলোর নেতিবাচক প্রভাব

অতীতে বিপ্লব চলাকালীন সময়ে এবং এখনও ডান ও বামপন্থী চরম গ্রুপগুলোর কার্যকলাপ একটি নেতিবাচক উপাদান হিসাবে কাজ করে এসেছে। জনগণের বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ও ফ্রন্টের মধ্যে এইসব গ্রুপের একাংশ উগ্র ধর্মীয় গ্রুপ হিসাবে এবং অন্য এক অংশ সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর উগ্র হঠকারী সমর্থক হিসাবে কাজ করে। এইসব গ্রুপ একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে, সমগ্র আন্দোলনে তাদের সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গী চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায় এবং বাস্তবতা বিচার করে ন্যায্য দাবী দাওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে ইরানী বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ও সম্ভাব্য

কর্মসূচী ভিত্তিক ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এইসব ডান ও বামপন্থী শক্তির একাধিপত্যমূলক পদ্ধতি দেশের সাধারণ নীতির ক্ষেত্রে এবং অ-পাশী জাতিসমূহের জাতিগত বঞ্চনার অবসানের প্রশ্নে এমন কতগুলো অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে যা বিপ্লবের সুদৃঢ়করণ, সংহতকরণ ও বিস্তৃতি সাধনের পথে বাধা দাঁড় করিয়েছে এবং যার সুযোগ নিয়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তি সমগ্র বিপ্লবী সংগ্রামকে দুর্বল করে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে। একাধিপত্যকামী চরম দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় গ্রুপগুলো ইমাম খোমিনীর ঘোষিত নীতি না মেনে মূলশত্রু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত না করে বরং প্রকৃত বামপন্থী শক্তিগুলোর কার্যকলাপকে দুর্বল করা, চাপ সৃষ্টি করা এবং সীমিত করার জন্য সমস্ত শক্তিকে সংগঠিত করে এরা প্রকৃত বিপ্লবী শক্তিগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি ও শত্রুতা সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এইসব শক্তি একদিকে নিজেদেরকে ইমাম খোমিনীর নীতির অটল সমর্থক বলে ঘোষণা করে, অথচ বাস্তবে ধর্মবিশ্বাস ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা নির্বিশেষে সকল শক্তির ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ইমাম খোমিনীর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অমান্য করে চলে। এরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অন্য ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে চায়। এইসব ডানপন্থী ও একাধিপত্যকামী শক্তির পত্রিকাগুলোর দিকে তাকালে, বা তাদের কোন কোন মুখপাত্রের উক্তি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে ইরানের তুদেহ পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অথচ, তুদেহ পার্টি দৃঢ়ভাবে খোমিনীর নীতি সমর্থন করে আসছে, আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপক ষড়যন্ত্র করে চলেছে।

ভূয়া বিপ্লবী উপদলগুলোর নেতিবাচক কার্যকলাপ চরম ডানপন্থীদের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়। গত কয়েকসপ্তাহ বাদ দিলে, দীর্ঘকাল ধরে এরা ইরানের বিপ্লবের প্রকৃত ধারার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, ইমাম খোমিনীর নেতৃত্ব এবং ইরানের তুদেহ পার্টিকে ব্যাপক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবের সাথে বস্তুতঃ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করে নাই। ভূয়া বিপ্লবী উপদলগুলো আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য—সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বকে গৌণ হিসাবে বিবেচনা করে এবং অবাস্তব ও ভূয়া বিপ্লবী শ্লোগান তুলে ও শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির পদ্ধতি অবলম্বন করে এমন এক পরিস্থিতি পাকিয়ে তোলে যা বিপ্লবের

রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ সংহত করার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে। এই সব ভূয়া বিপ্লবীদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গী, ও বিপজ্জনক পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিজয়ের পরে বহুদিন পর্যন্ত এদেরকে প্রতিবিপ্লবী, সাভাক এজেন্ট, উদারনীতিক বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমন্বয়ে গঠিত বিপ্লব বিরোধী ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। এটা ছিল ইরানী বিপ্লবের জন্য একটা বিরাট ক্ষতি।

"ফেদাইন খালখী গেরিলা সংগঠন" এবং "কুর্দী গণতান্ত্রিক দল" কর্তৃক ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত গণভোট বর্জন, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য (যদিও তাতে অনেক ত্রুটি ছিল) অনুষ্ঠিত গণভোট বর্জন প্রভৃতির ফলে দক্ষিণপন্থী একাধিপত্যকামী শক্তিগুলো সুযোগ পেয়ে সংগ্রামরত ধর্মীয় শক্তিগুলো ও বামপন্থী শক্তিগুলোর মধ্যে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এটা ছিল জনগণের ঐক্যফ্রন্ট গড়ার অগ্রগতির পথে একটা বিরাট আঘাত। অথচ এই ঐক্যই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিবিপ্লব ও উদারনীতিক বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় বিজয়ের একমাত্র গ্যারান্টি।

এটা সৌভাগ্যজনক যে সাম্প্রতিক কালে বাস্তবতার চাপে পড়ে "ফেদাইন খালখী গেরিলা সংগঠনের' একাংশ ও কুর্দী গণতান্ত্রিক দল, যারা কুর্দীস্তানে কিছু প্রকৃত গণশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে, তাঁরা নিজেদের ভুল ও ভূয়া-বিপ্লবী ঝোঁকগুলো পরিবর্তন করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তা সত্ত্বেও, "ফেদাইন খালখী গেরিলাদের" সমর্থক বিভিন্ন উপদল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর সাথে সহযোগিতা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব ভ্রান্ত প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভূয়া-বিপ্লবীদের অন্তর্ঘাতমূলক ভূমিকা

ভূয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গী ভুল থাকা সত্ত্বেও তাদের বিপ্লবী সততা ছিল সন্দেহাতীত। কিন্তু তাদের পাশাপাশি এসে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অন্তর্ঘাতকদের বড় বড় উপদল। সনাতন নিয়ম অনুযায়ী এইসব উপদলের উৎস হচ্ছে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদ ও ট্রটস্কীবাদের দালাল প্রতিবিপ্লবী ও বিপথগামীচক্র। এদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জনতার শক্তির বিভিন্ন অংশ এবং বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুবকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা; গোলযোগ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

এইসব উপদলের সকলেরই সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমিনীর বিরুদ্ধাচরণ, আমাদের বিপ্লবের গণচরিত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গতিমুখীনতার বিরুদ্ধাচরণ করা, ইরানের তুদেহ্ পার্টির বিরোধিতা ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা, বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলন এবং বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধাচরণ করা। এইসব লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন উপদলের শ্লোগান ও রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে যদিও তেমন কোন পার্থক্য নেই, তথাপি কেন যে এইসব মাওবাদী, ট্রটস্কীপন্থী, নয়া মাওপন্থী এবং আলবেনিয়া সমর্থক গোষ্ঠীগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলছে না সেটা একটা প্রশ্ন বটে। সংগ্রামের এই প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী কায়দার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা পাশাপাশি অসংখ্য একই চরিত্রের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উপদল সৃষ্টি করে চলে। জনতার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা ও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত এইসব উপদল সৃষ্টির গোড়ার কথা হচ্ছে এটাই। হয়তো এদের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কেউ কেউ সরল মনেই আসে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এদের নেতারাও ততটা ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু এইসব উপদলের কার্যকলাপ প্রতিবিপ্লবীদের উদ্দেশ্য হাসিল করে এবং ইরানী বিপ্লবের শত্রুদের সৃষ্ট আগুনে ঘৃতাহুতি যুগিয়ে দেয়। কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণী প্রভৃতি ব্যানার নিয়ে এরা যখন ফাঁকা অবাস্তব শ্লোগান তোলে, যখন গিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের সারিতে অবস্থান গ্রহণ করে- তখন এক উৎকৃষ্ট মওকা পেয়ে আধিপত্যকামী চরম ডানপন্থী ধর্মীয় উপদলগুলো সংগ্রামরত সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনগণকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অথচ এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থকরাই হচ্ছে বঞ্চিত সমাজের স্বাধীনতা, মুক্তি এবং মৌলিক পরিবর্তনের সংগ্রামে সবচেয়ে অটল ও দৃঢ় মিত্র। এটাই হচ্ছে ভুয়া-বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক বেঈমানীর ভূমিকা।

বর্তমান অবস্থা এবং বিপ্লবের সমস্যাবলী

ইরানী বিপ্লবের এই দুই প্রবণতার মধ্যে সংগ্রামের পরিণতিতে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ইমাম খোমিনীর ঐতিহাসিক বাণী ঘোষিত হয়—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ—যা হচ্ছে বিশ্বের সকল শোষিত নির্যাতিত জনগণের এক নম্বর দুশমন, তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা, জাতিগত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উল্লেখ করে কুর্দী জনগণের কাছে বাণী প্রেরণ, ইরানী বিপ্লবের মূল তাৎপর্য্য এবং এই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য, যা হচ্ছে প্রাসাদবাসী-

দের বিপরীতে বস্তীবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ—সে বিষয়ে জনগণের প্রতি ঘোষণা এবং পরিশেষে ৪ঠা নভেম্বর তারিখে ছাত্রসমাজ ও সকল সংগ্রামীদের প্রতি আহ্বান, যেন তারা তাদের সমস্ত ঘৃণা ও রোষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। এসবের মধ্য দিয়ে ইরানী বিপ্লব একটা নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়, বিপ্লব আরও সুস্পষ্ট ও গভীর হয়ে ওঠে।

বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণচরিত্রের দিকটি আপোষকামী বুর্জোয়া উদারনীতিকদের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। এই বিজয় ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীরা ইরানী বিপ্লবকে ধ্বংশ করার জন্য এক সর্বাত্মক কূটতৎপরতা সংগঠিত করে। এবং বুর্জোয়া উদারনীতিক সরকারের আপোষকামী ও আত্মসমর্পনকামী নীতির সুযোগ গ্রহণ করে তারা তাদের এই তৎপরতা প্রায় সফল করে তুলছিল। একটা সর্বাত্মক আঘাত হানার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবিপ্লবীরা তাদের উপর নির্ভরশীল সমস্ত পরিচিত ও গুপ্ত শক্তিগুলোকে সংগঠিত করছিল। গুপ্তচরবৃত্তির আমেরিকান আস্তানা থেকে উদ্‌ঘাটিত নথিপত্র এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে এই সুবিস্তৃত প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্টের উৎস ছিল সরকারের কেন্দ্রে অবস্থানরত ও বিপ্লবের নেতৃত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত আমীর এন্তেজাম, মোঘাদাম মারাঘেই, নাজিহ্‌ ও এদের মত আরো অনেকে। এদের অবস্থান ছিল বিভিন্ন দলের ভিতর, যেমন, জাতীয় ফ্রন্ট, ইরান পার্টি, মুসলিম পিপল্‌স্‌ পার্টি, মাওবাদী উপদলসমূহ ও ভূয়ামাওবাদী কওমালেহ্‌ উপদল। এছাড়াও ছিল শেখ এজেদীন হোসেইনী, বালুচী খানেরা (উপজাতীয় সর্দার), শাহের অনেক অনুগত অফিসার যেমন পদাতিক বাহিনীর কর্নেল আলীয়ার ও তার সঙ্গী সাথীরা, এবং কুর্দিস্তান ও খুজীস্তানে ইরাকী প্রতিক্রিয়াশীল বাথ-সরকারের অনুচর বেঈমান শেখ ওসমান, শেখ জালাল ইত্যাদি।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল উপরোল্লিখিত দলবলের উপর নির্ভর করে এবং পেছনে থেকে সবরকম সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে দেশে বিরাজমান বিক্ষোভের আগুনে তেল সঞ্চার করা। তাদেয় মতলব ছিল সাভাকগোষ্ঠী, বদমাশ লোকজন, নেশাখোর, পূর্বতন সরকারের সব কালোবাজারী, 'পুরাতন শাসনতন্ত্রের' সমর্থক এবং শাপুর বখতিয়ার ও তার দলবল—এইসব শক্তিকেও এই কাজে ব্যবহার করা। এইভাবে বিপ্লবী শৃঙ্খলা বিপন্ন করে দিয়ে এনতেজাম-নাজিহ মোঘাদাম গোষ্ঠী ও তাদের অন্যান্য মিত্রদের দেশের হর্তাকর্তা বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

ইমাম খোমিনীর বিপ্লবী নেতৃত্ব এর প্রতি এক চরম আঘাত হানে। বাজারগান সরকার বাতিল করা হয় এবং এই চক্রান্ত বাস্তবায়ন ব্যর্থ করে দেয়া হয়।

ইরান ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত পরিচালনার কেন্দ্র আমেরিকান গোয়েন্দাবৃত্তির আস্তানা দখলের মধ্য দিয়ে এই কঠিন বিপ্লবী আঘাত সুরক্ষিত ও শক্তিশালী হয়। এই আস্তানায় প্রাপ্ত দলিলপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে প্রতিবিপ্লবী শক্তি-বিন্যাস একেবারে ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যায় এবং তখন এর বিচ্ছিন্ন অংশগুলো দিশেহারা হয়ে ঘোম, কুর্দীস্তান, আজারবাইজান, বেলুচিস্তান, বান্দার লেংঘে প্রভৃতি স্থানে একের পর এক উস্কানী ও গোলযোগ সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছে।

সবচেয়ে ব্যাপক ভিত্তিক, বিপজ্জনক এবং সুসংগঠিত গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল আজারবাইজানে, যা এখনও চলছে। এটার উস্কানীদাতা হচ্ছে "মুসলিম পিপলস্ পার্টি"। সমর্থন রয়েছে ইরান পার্টি ও কুর্দী কাওমালেহ্ পার্টির (মাওবাদী উপদল)। এরা সবাই নিজেদের আয়াতুল্লাহ্ শরীয়ত মাদারীর ভাই বলে দাবী করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশে গোল-যোগ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবিপ্লবীরা সারা বিশ্বজুড়ে তাদের সমস্ত প্রচার মাধ্যম ও সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু খুব দ্রুতই ইরানের সদাজাগ্রত ও সচেতন বিপ্লবী আন্দোলন এইসব গোলযোগের স্রষ্টা প্রতিবিপ্লবী শক্তি, তাদের নেতৃত্ব ও কর্মীদের ভণ্ডামী ও নষ্টামীর মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

আজারবাইজানে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াকে ইমাম খোমিনীর লাইনের এবং সামগ্রিকভাবে ইরানের প্রকৃত বিপ্লবী আন্দো-লনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী বিজয় হিসাবে গণ্য করা উচিত।

ইরানী বিপ্লবের দৃঢ় ও আপোষহীন মনোভাব নিঃসন্দেহে আমেরিকান ও ইহুদীবাদী লুটেরাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আক্রোশ উস্কিয়ে দেবে এবং সমস্ত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে এবং বেনসাদ্দ, সাদাত, জিয়াউল হক ও সাদ্দাম হোসেনের মত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদের দোসরদের মধ্যে ভয়াবহ উন্মাদনা সৃষ্টি করবে। এইসব প্রতিশোধমূলক উন্মাদনা আরও বেড়ে উঠলে ইরানের বিপ্লবকে দূর্বল ও ব্যর্থ করার জন্য মানবতার দুশ-মনদের তৎপরতাও বাড়বে, যার লক্ষণ এই এলাকায় প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান হারে প্রকাশ পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের সাম্রা-

জ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামও তীব্রতর হয়ে উঠবে। কুর্দিস্তানে যেরকম ঘটেছিল সেই গোলযোগ ও ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের উস্কানী দেয়ার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ ও চক্রান্ত অব্যাহত রাখা হবে। সনাতন প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং জৌলুসপূর্ণ ভূয়াবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদের এজেন্ট ডান পন্থী শক্তিগুলোর পাশাপাশি ইরানী উদারনীতিক বুর্জোয়া ও তাদের সমস্ত সংশ্লিষ্ট উপদলগুলোই হবে এইসব ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার হাতিয়ার।

এই ধরনের চক্রান্ত মোকাবেলা করা, নস্যাৎ করা এবং মুলোৎপাটন করার ব্যাপক অপরাজেয় বিপ্লবী ক্ষমতা ইরানী জনগণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বিপ্লবের নেতৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে এইসব শক্তিকে সংহত করে শত্রুকে চূড়ান্ত আঘাত হেনে দস্যুদের কবল মুক্ত করে বিপ্লবকে অপরিবর্তনীয় পথে বিকশিত করার দুয়ার খুলে দেয়া।

সমস্ত গণশক্তির ঐক্য সম্পর্কে বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমিনীর পথ নির্দেশ হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমাদের জনগণের বিজয়ের চাবিকাঠি। ইমাম খোমিনী নির্দেশিত ইরানী বিপ্লবের প্রকৃত গতিপথের সমর্থনে দলমত ধ্যানধারণা নির্বিশেষে সমস্ত "জনতার ঐক্যফ্রন্ট" গঠনের মাধ্যমেই একমাত্র ইমাম খোমিনীর নির্দেশাবলী আন্তরিকভাবে ও বাস্তবিকভাবে পালন করা সম্ভব।

সমস্ত প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির কর্তব্য তাদের ধ্যানধারণা ও কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ন করা এবং বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন যা কিছু আছে তা বর্জন করা। তাদের লেখনী ও অস্ত্র নিজেদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে চালাতে হবে বিপ্লবের আসল বহিঃ শত্রুর বিরুদ্ধে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে, পরনির্ভরশীল পুঁজিবাদীশ্রেণী, বড় বড় জোতদার আপোষকামী ও আত্মসমর্পনকারী শক্তির বিরুদ্ধে।

বিপ্লবের নেতা হিসাবে সরকারের করণীয় হচ্ছে বিপ্লবের পথে যেসব বড় বড় বাধা নগর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে সেগুলোর ব্যাপারে খুব দ্রুত বিপ্লবী সিদ্ধান্ত ও সমাধান দেওয়া এবং তা কার্যকরী করা। ইমাম খোমিনী বার বার বলেছেন নগর ও গ্রামাঞ্চলের এই বঞ্চিত শ্রমজীবী জনগণই হচ্ছে বিপ্লবের মূল শক্তি। খুনী লুটেরা শাসক চক্রকে উৎখাত করার জন্য এরাই তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিসর্জন দিয়েছে। তাদের ন্যায্য চাহিদা ও আকাঙ্খা রয়েছে যা পূরণ করার ক্ষমতা এই বিপ্লবের আছে।

সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে কালক্ষেপ পরিহার করে চলতে হবে। তবে এসব ব্যাপারে জনগণের চাহিদাকে স্পষ্টভাবে ও সঠিকভাবে মেটাতে হবে। সমসাময়িক মহান বিপ্লবগুলোও একইভাবে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, 'জনগণের ঐক্যফ্রন্ট' সকল প্রকৃত বিপ্লবী শক্তিকে সমবেত করা, ইমাম খোমিনীর নির্দেশ—বঞ্চিত শ্রমজীবী জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া বাস্তবায়ন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করাই হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমির বঞ্চিত জনগণের মহান ও অভূতপূর্ব বিপ্লবের স্থিতি, সংহতি ও বিস্তৃতি সাধনের প্রধান ও একমাত্র সমাধান।

আমাদের মাতৃভূমির জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান লক্ষ্যসমূহ হাসিল করার জন্য ইরানের তুদেহ পার্টি আগাগোড়া দৃঢ় ভাবে সংগ্রাম করে এসেছে। ঐক্যফ্রন্ট গঠন ও তার লক্ষ্যসমূহ যৌথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এই পার্টি অন্য সমস্ত প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির সাথে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত।

ইরানের তুদেহ পার্টি সমস্ত সামাজিক প্রশ্নগুলোর সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেছে। পার্টি খুবই আশাবাদী যে, আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জনগণ ও জাতীয় শক্তিসমূহের তীব্রতর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এইসব শক্তির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তি ক্রমান্বয়ে সংহত হবে। জনগণের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তব্য হচ্ছে পুরাতন ও বস্তাপচা ধ্যানধারনা বিপ্লবী সাহসিকতা নিয়ে মোকাবিলা করা এবং ইরানী বিপ্লবের এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়িত করা।

পরিশিষ্ট

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে

ইরানের তুদেহ্ পার্টি মনে করে যে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হামলা ছিল ইরানী বিপ্লবের সকল অবদান সমূহের বিরুদ্ধে একটি গভীর ও অত্যন্ত বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল আমাদের মাতৃভূমির উপর আবার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের খুনী ও লুটেরা আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

শুধুমাত্র জিম্মিদের মুক্ত করা, কিংবা আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কার্টারের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্যই এ ধরনের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এরকম ধারণা করাটা সঠিক ও সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন হবে না বলেই ইরানের তুদেহ পার্টি মনে করে। এটা এই গভীর ষড়যন্ত্রের একটা গৌণ দিক হতে পারে।

ইরানের তুদেহ পার্টি মনে করে বর্তমানে ঠিক ১৯৫২ সালের ২১শে জুলাই ঘটনার মত ব্যাপার ঘটছে। সে সময় ডঃ মোসাদ্দেকের অবিচলতা এবং ইরানের মহান জাতীয় সংগ্রামের চাপে বৃটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা আপোষমূলক সমাধানের সকল আশা পরিত্যাগ করে এবং ইরানের উপর তাদের লুণ্ঠনের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শক্তি সমবেত করে। আজ ইরানী বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য এবং ইরানী ইসলামী প্রজাতন্ত্র উৎখাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের এক সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

সত্যিই, আমরা এখন ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট অভ্যুত্থানের পূর্ব মুহূর্তের অবস্থায় রয়েছি। শুধুমাত্র নিম্নোক্ত কয়েকটি পার্থক্য রয়েছেঃ

প্রথমতঃ ১৯৫৩ সালের তুলনায় এখনকার অবস্থা আরও ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইরানী বিপ্লবের বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদ এখন আরও বেশী ক্রুদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ '৫২-'৫৩ সালের তুলনায় ইরানী বিপ্লবের ব্যাপকতা, বিস্তৃতি, শক্তি এবং প্রভাব অনেক বেশী।

তৃতীয়তঃ বিশ্বপরিস্থিতি, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য আজ উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রথমোক্ত শিবিরের অনুকূলে এবং শেষোক্ত শিবিরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও অবদমিত প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে অনুকূল শর্তসমূহ সৃষ্টি হচ্ছে বলে, একমাত্র এর দ্বারাই আপনা আপনি সমস্ত সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যাবে এরকম আশা করা ঠিক না। এর জন্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সদাজাগ্রত থাকতে হবে এবং অনুকূল উপাদানগুলো কাজে লাগাতে হবে। তাই আমরা ইরানী বিপ্লবের প্রতি অনুগত সকল শক্তিকে আবারও সতর্ক করে দিতে চাইঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রজালের প্রথম প্রচেষ্টাটাই মাত্র ব্যর্থ হয়েছে।

৫২-৫৩ সালের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রগুলোর সময়ও আমরা এরকম দেখেছি। ওরা প্রথম আঘাত শুরু করে ১৯৫২ সালের ২১শে জুলাই। পরবর্তী আক্রমণ আসে ৫২ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে। এরপর '৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৪ই আগষ্ট ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে। এসব হামলা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু শত্রুপক্ষ হাল ছেড়ে না দিয়ে আক্রোশভরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং পরিশেষে ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট সফল হয়।

সুগভীর ষড়যন্ত্র

বিগত কয়েকসপ্তাহের ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইরানের শত্রুমিত্র সম্পর্কে তুদেহ পার্টির বিশ্লেষণ অত্যন্ত সঠিক। আমরা সবসময়ই এভাবে মূল্যায়ন করেছি যে প্রকৃত সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইরানী বিপ্লব যে সংগ্রাম করে চলেছে সেক্ষেত্রে বিশ্বসাম্রাজবাদ-প্রতিক্রিয়ার যৌথ শিবিরের সাথে যুঝতে হচ্ছে।

ইরানী বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ এবং 'তৃতীয় বিশ্বে' তাদের উপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, বিশ্বের সর্বত্র তাদের অনুসারী ও মিত্রশক্তির উপর এক শক্ত আঘাত হেনেছে। এর ফলে যদিও এই খুনী ও লুটেরা শিবিরের নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই সরাসরিভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও ইরানী বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে শোষক সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও তার উপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলোর স্বার্থকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

ইরানী বিপ্লবের প্রভাব এবং এর স্থিতি, সংহতি ও সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কব্জা প্রতিনিয়ত বিশেষভাবে শিথিল হয়ে পড়েছে। এবং আমরা জানি, আমাদের দেশের অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশ্বের প্রধান তেলভাণ্ডার, যা নিঃসন্দেহে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মৌলিক স্বার্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সমর্থন ও সর্বাত্মক সহযোগিতা পাচ্ছে। সহযোগিতা দিচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ইসরাইল এবং 'তৃতীয় বিশ্বের' সব প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলো, যেমন মিশর, সাউদী-আরব, আরব-আমিরাত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশীয়া ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের' নির্লজ্জ, বিপথগামী ও বিশ্বাসঘাতক সরকার, যারা ইরানী বিপ্লবের লক্ষ্যগুলো সম্পর্ক বিদ্বেষভাবাপন্ন।

বিজয়ের প্রথম দিন থেকেই এটা পরিষ্কার ছিল যে, ইমাম খোমিনীর দৃঢ় নেতৃত্বে ইরানী বিপ্লব যেভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণচরিত্র নিয়ে গড়ে উঠছে, তাতে এই বিপ্লব স্থিতি ও সংহতি অর্জন করলে কখনই সাম্রাজ্যবাদ তা মেনে নিত পারে না। বরং সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত নারকীয় শক্তি ব্যবহার করে এই বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিতে চাইবে এবং এইভাবে আমাদের দেশের উপর আবার তার নিষ্ঠুর প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইবে।

তাই, যতদিন পর্যন্ত ইরানী বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্যায় চলবে, ততদিন একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তও অব্যাহত থাকবে।

আমাদের মাতৃভূমির শক্তিশালী বিপ্লবী ঐক্যফ্রন্টকে সার্বিকভাবে সংহত করার মাধ্যমেই একমাত্র এই ধরনের ষড়যন্ত্র চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেয়া যায় এবং সাম্রাজ্যবাদী হামলার হাত থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করা যায়। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মোকাবেলার জন্য ঐক্যফ্রন্টকে সংহত করতেই হবে এবং এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে আগে এই ধরনের চক্রান্তের বিভিন্ন কলাকৌশল পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করতে হবে।

ইরানী বিপ্লবকে ধ্বংস করার দু'টি পথ

প্রথম থেকেই ইরানী বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা দু'টি সমান্তরাল পথ অবলম্বন করে এবং উভয় পথের সমস্ত সম্ভাবনাগুলো

ব্যবহারে সচেষ্ট হয়। এদের একটি হচ্ছে ইরানী বিপ্লবকে ভেতর থেকেই বিপথগামী করা এবং অন্যটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুদিক থেকেই চেষ্টা, প্রয়োজনে হামলা চালিয়ে বিপ্লবকে সমূলে ধ্বংশ করা। বিপ্লব -পরবর্তী ১৫ মাসের অভিজ্ঞতায় এসব তথ্য প্রমাণিত হচ্ছে।

আজ এটা সকলেই জানেন যে প্রথম পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করছিল যে বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্ব স্তরে অনুপ্রবেশকারী তাদের এজেন্টদের সাহায্যে বিপ্লবকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যাবে। এসব এজেন্ট-দের অল্প কয়জনকে আমরা চিনি, যেমন আমীর এনতেজাম, নাজিহ্, মোঘাদাম মোরাঘেই এবং এ্যাডমিরাল আলাভী। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় তাদের মত অন্যান্য লোকজন অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদে এখনও বহাল রয়েছে এবং উদারনীতিক বুর্জোয়াদের আপোষকামী চরিত্রের সুযোগ নিয়ে এরা বিপ্লবী সরকার ও বিপ্লবী কাউন্সিলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে নিয়েছে। বিপ্লবোত্তর সময়ে যেসব অগণিত পত্র-পত্রিকা আত্ম-প্রকাশ করে সেখানে নিযুক্ত বিভিন্ন পরজীবীদের দ্বারাও এরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে রয়েছে তেহরান মোসাভ্ভার, ওমিদ-এ-ইরান প্রভৃতি।

উদারনীতিক 'ধাপে ধাপে অগ্রসর' হওয়ার সরকারের অনুসৃত পদক্ষেপ সমূহের ফলে এই প্রতারণাপূর্ণ বিপজ্জনক প্রচেষ্টা তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এইসব পদক্ষেপের মধ্যে একটা উদাহরণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শিবি-রের একজন সেয়ানা চক্রান্তকারী ব্রেজিনস্কীর সাথে বাজারগানের বৈঠক। ইরানী বিপ্লবের প্রকৃত শক্তি এবং ইরানী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমিনীর প্রশংসিত গোয়েন্দা বিভাগ এইসব চক্রান্ত প্রতিহত ও ব্যর্থ করে দেয়।

ইরানী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত পরিচালনায় মূলঘাঁটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দাবৃত্তির আস্তানা—মার্কিন দূতাবাস ইমাম খোমিনীর অনুসারী মুসলিম ছাত্ররা দখল করে নেয়। এই ঐতিহাসিক বিপ্লবী দখলের দ্বারা ষড়যন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

এরপর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্রের প্রথম পথের উপর কিছুটা ভরসা রাখলেও দ্বিতীয় পথে ষড়যন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তার অর্থ হচ্ছে ইরানী বিপ্লবকে ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে সমূলে ধ্বংশ করার ষড়যন্ত্র। এর মূল পদক্ষেপগুলো ছিলঃ সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কার্যকলাপ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া, বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি, বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপ সংগঠিত ও তীব্র করে তোলা, গৃহযুদ্ধের উস্কানী দেওয়া এবং

ভিতর ও বাইরে থেকে চূড়ান্ত আঘাত হানা।

গত কয়েক মাস থেকে শুরু করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ব্যর্থ সশস্ত্র হামলার সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সকল ক্ষেত্র, বিভিন্ন দল-উপদল ও রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ এবং যেসব ষড়যন্ত্র হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তার ব্যাপকতা সম্পর্কে খবরাখবর পুনর্মূল্যায়ন করলে আমরা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার যৌথফ্রন্টের এইসব ষড়যন্ত্রের বিস্তার পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি।

ইরানের তুদেহ পার্টি সবসময়ই এই ধরনের মারাত্মক ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করেছে এবং তাদের ক্ষতিকর উপাদানগুলো প্রকাশ করে দিয়েছে, এই সংক্রান্ত যাবতীয় মূল্যবান খবরাখবর প্রকৃত বিপ্লবী যোদ্ধাদের সাহায্যে সংগ্রহ করেছে এবং সেগুলো আন্তরিকতার সাথে বিপ্লবের নেতৃত্বের কাছে তুলে দিয়েছে, অথবা প্রয়োজনে জনমতের সামনে হাজির করেছে।

এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার না যে আমরা দেখছি অন্য যেকোন পার্টির চেয়ে ইরানের তুদেহ পার্টির মূল্যায়নগুলো আজ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী, আমাদের মাতৃভূমির বিপ্লবী সংগ্রামের বিবর্তন এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিসমূহের উদঘাটন।

সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলী লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ডান ও বামপন্থী অপরিণামদর্শী শক্তিগুলো এই ব্যর্থ সশস্ত্র হামলার প্রস্তুতিপর্বে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের উস্কানীর শিকারে পরিণত হয়েছে। এবং ইরানের তুদেহ পার্টিই হচ্ছে একমাত্র পার্টি যে এই বিষয়ে পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল (আমরা ইরানের তুদেহ পার্টির ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮০ তারিখের সতর্কবাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সতর্কবাণীতে আমরা বলি যে বাইরে থেকে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করছে)।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রথম মরীয়া প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই আহত পশুর কুটকৌশলের খেলা মোটেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

এই ধরনের হামলা একই উদ্দেশ্যে এবং একই লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও আবার হবে, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার কর্তৃক সফল নারকীয় শক্তি নিয়ে আঘাত হেনে ইরানী বিপ্লব ধ্বংশ করা এবং ইরানী ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিনাশ করা হবে লক্ষ্য।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত শক্তি, ব্যক্তিবর্গ, দল এবং উপদল, যাঁরা সত্যিকারভাবেই আমাদের বিপ্লবের অবদানসমূহ সুরক্ষিত করতে চায়, যা এ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, তাদের উপর এক অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব বর্তিয়েছে। যেসমস্ত শক্তি চাচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের প্রকৃত ও সার্বিক মুক্তি অর্জন করতে, বিশ্ব লোলুপ সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ তার নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতার অবসান ঘটাতে এবং বিপ্লবের অবদানসমূহ সংরক্ষণ ও প্রসারিত করতে, তাঁদের কাঁধে এক গুরুদায়িত্ব চেপেছে।

এটাই হচ্ছে আজকের শক্তি সমাবেশ। বিভিন্ন দল উপদলের অবদান কার কতটুকু তার হিসাব নিকাশ করার সময় এখন নয়। বিভিন্ন দল-উপদলের মতের বিভিন্নতা রয়েছে, তাদের একের অপরের প্রতি মূল্যায়নের বিভিন্নতা রয়েছে এবং অতীতে একে অপরের প্রতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু আজ এমন এক সময় উপস্থিত হয়েছে যখন এইসব বিভিন্নতা ও মতপার্থক্য নির্বিশেষে সকল প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণশক্তিকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা দরকার।

আজ ইমাম খোমিনীর সমর্থক সংগ্রামী ধর্মনেতা থেকে শুরু করে কমিউনিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থক পর্যন্ত সমস্ত জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির কর্তব্য হচ্ছে ইরানের মহান বিপ্লবের সুফলগুলো সার্বিকভাবে রক্ষা করা। এই শক্তিগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি বা ফাটল সৃষ্টি অথবা সমাজের অভ্যন্তরে যেকোন ধরনের অস্থিরতা বা সংঘর্ষ সৃষ্টি করা বা চলতে দেওয়া—এগুলো হচ্ছে কেবল বিপ্লবের শত্রুদেরই লাভ। এধরনের প্রচেষ্টা কেউ গ্রহণ করলে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল, তা সে সজ্ঞানেই করা হোক বা অচেতন ভাবেই করা হোক।

যারা স্বাধীনতা ও সমাজ প্রগতির জন্য লড়াই করছেন আজ তাদের সকলের ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হামলা ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণাঙ্গনে সার্বিক সংহতি গড়ে তোলা। সাম্রাজ্যবাদ ও তার উপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়ার শক্তির হাত থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র ও বিশেষভাবে সামরিক শক্তিকে রক্ষা করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর জন্য সেইসব লোকজন বাছাই করতে হবে যারা বিপ্লবের প্রতি অনুগত।

—দুইকোটি শক্তিশালী সদস্যের প্রতিরোধ বাহিনী সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত করে গড়তে হবে।

—আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরায় চালু ও দেশের অর্থনীতি সংগঠিত করতে হবে।

—ভূমি সমস্যা, কৃষি প্রভৃতি মৌলিক সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান, জাতিগত বঞ্চনার অবসান, প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ শুরু করা প্রভৃতি।

উপরে উদ্ধৃত কাজগুলো সম্পাদন করার প্রশ্নে ইরানের তুদেহ পার্টি তার সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে অন্য সমস্ত প্রকৃত বিপ্লবী শক্তির সাথে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত। অতীতের কার্যাবলীর মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইরানের তুদেহ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি
২৭শে এপ্রিল, ১৯৮০।